RABINDRA-VIKSHA : Vol. 2

রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন

রবীন্দ্রভবন । শান্তিনিকেতন

দ্বিতীয় সংকলন : ৭ পৌষ ১৩৮৩। ২২ ডিসেম্বর ১৯৭৬

রবীন্দ্রভবন ও রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : কানাই সামন্ত

মুদ্রক শান্তিনিকেতন প্রেস
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

চার টাকা

প্রতিকৃতি

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রভবন ও রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের যৌথ প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন-রূপে রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচার।

মুখ্যতঃ রবীন্দ্র-জীবন, রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র-রচনার পাঠবৈচিত্র্য তথা পাঠ-অভিব্যক্তি এ-সবের বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালীবদ্ধ সমাহার এবং আলোচনাই এর অভীষ্ট। এজন্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারবে—

১. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনা।

২. রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।

৩. শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।

৪. রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :

   ক. রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলি।

   খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।

৫. দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্রপ্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।

৬. রবীন্দ্রনাথের দেশ-বিদেশ-ভ্রমণের বিবরণ।

৭. নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ প্রতিভাষণ —এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।

৮. রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত / অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতুৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।

৯. রবীন্দ্র- পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ, এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার বস্তুনিষ্ঠ বিচার বিবরণ ও তালিকা।

১০. রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থের ও রচনার সূচী।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে এই সাময়িক সংকলনের প্রবর্তন। এ কাজে প্রতিষ্ঠানের আর প্রতিষ্ঠানের বাইরে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়। যেখান থেকে যে-কেউ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, তাঁর জীবন ও তাঁর কাজ সম্পর্কে, যে-কোনো নূতন তথ্য বা উপকরণ সংগ্রহ করে সেই বস্তু বা / এবং তার চিত্র তার বিবরণ পাঠালে তা সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে— সময় সুযোগ ও প্রয়োজন -মত ব্যবহারও করা চলবে।

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ

১ অগস্ট ১৯৭৬ — উপাচার্য : বিশ্বভারতী

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত 'রবীন্দ্রভবন-অভিলেখাগার' নিবন্ধের অবশিষ্টাংশ বর্তমান সংখ্যায় দেওয়া গেল না ; স্থানাভাবই তার মুখ্য হেতু। তেমনি অপ্রকাশিতপূর্ব যে দুটি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা গেল, সে সম্পর্কেও এমন কিছু খুঁটিনাটি তথ্য রইল যা আগামী সংখ্যায় সংকলন করা যাবে। রবীন্দ্রবীক্ষার আয়তন বাড়ল, মূল্যও না বাড়িয়ে পারা গেল না।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	রচনা
৪৭	অরূপরতন : রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-১৭১
৮৮	অরূপরতন : মুদ্রণ-প্রতি
৯৮	পুরোগামী রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ
১০৪	পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

চিত্র

প্রচ্ছদ	রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-১২৩
মুখপাত	রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রতিকৃতি
৪৭-সম্মুখ	লেখাঙ্কন। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-১৭১

চিত্রপরিচয়

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-১২৩ থেকেই এবারেও রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচ্ছদ-বিভূষণ সমাধা হয়েছে।

মুখপাতের ছবিটি রবীন্দ্রনাথ নরম সিসার পেন্সিলে আঁকেন একখানি ভালো 'কার্ট্রিজ' কাগজে, তার আয়তন ২৫·৩×৩৫·২ সেন্টিমিটার। ছবির নীচের দিকে তথা বামে পেন্সিলে তারিখ দিয়ে স্বাক্ষর করেন। তারিখটিতে আংশিক সংশোধনও রয়েছে, কবির নিজের হাতের অথবা অন্যের নিশ্চিত বলা যায় না। মূলতঃ তারিখ ছিল : ২৩ চৈত্র / ১৩৪৬ / পরে বিশেষভাবে শেষ দুটি অঙ্কে কালী বুলিয়ে সন'টির সংশোধন হয় : ১৩৪৭। খৃষ্টীয় হিসাবে হয় যথাক্রমে ৫ এপ্রিল ১৯৪০ ও ৬ এপ্রিল ১৯৪১। প্রথমোক্ত তারিখে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মৃত্যুতে কবি শান্তিনিকেতন-মন্দিরে সন্ধ্যাকালে একটি ভাষণ দেন। পরবৎসর অনুরূপ সময়ে কবি শান্তিনিকেতনেই ছিলেন অসুস্থ শরীরে, স্নেহভাজন আত্ম-পরিজনের সেবা-শুশ্রূষার অধীনে। মাত্র ৪ মাস পরে তাঁর দেহত্যাগ হয় জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে, কলিকাতায়। '১৩৪৭' সন প্রমাদজনক সংশোধন না হলে, শিল্পীর এ সময়ে এমন সুমিত ও পরিচ্ছন্ন কৃতি অল্প আশ্চর্যের বিষয় নয় আর এক বৎসর আগের হলেও সেই কথাই বলতে হয়। এটিও স্মরণ করা ভালো, ১৩৪৭ বসন্তকালে কবির মনের সজীবতা ও সরসতা অল্প ছিল না তার অপর সাক্ষ্য রয়েছে গল্পসল্পের একাধিক কথায় ও কবিতায়।

রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহশালায় এ ছবির অভিজ্ঞান-সংখ্যা, ৪৬৭।

দূতী ১১

তাহলে বিদায় হই মহারাণী। কোন্ সময়টা উপযুক্ত সে আমাদের মহারাজই বিচার করে দেখবেন। (প্রস্থান)

রোহিণীর প্রবেশ

মহিষী

একটা যুদ্ধের ভূমিকা হোলো রোহিণী।

রোহিণী

ইতিহাসে এটা নূতন নয় — নারীর কাছের জীবন ~~[illegible]~~ সুর পুরুষের মন্ত্র ~~[illegible]~~ মন্ত্রণায়। ঐ সুরঙ্গমা আসছে। ২৭ পৃষ্ঠার শেষ

প্রথমেই যাবে

প্রথম দৃশ্য

সুরঙ্গমা

প্রভু, একটা কথা নিয়ে এসেছি।

নেপথ্যে

কী বলো।

সুরঙ্গমা

রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায় তাকে কি গ্রহণ করবেনা?

নেপথ্যে

সে কি আমাকে চেনে?

সুরঙ্গমা

না প্রভু, সে তোমাকে চিনতে চায়। তুমি তাকে

প্রথম দৃশ্য

সুরঙ্গমা ॥ প্রভু, একটা কথা নিয়ে এসেছি।

নেপথ্যে ॥ কী বলো।

সুরঙ্গমা ॥ রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায় তাকে কি দয়া করবে না ?

নেপথ্যে ॥ সে কি আমাকে চেনে ?

১১।২] সুরঙ্গমা ॥ না প্রভু, সে তোমাকে চিন্‌তে চায়। তুমি তাকে / নিজেই চিনিয়ে দেবে নইলে তার সাধ্য কি।

নেপথ্যে ॥ অনেক বাধা আছে যে।

সুরঙ্গমা ॥ তাই তো তাকে কৃপা করতে হবে।

নেপথে[্য] ॥ বহু দুঃখে যে আবরণ দূর হয়।

সুরঙ্গমা ॥ সেই দুঃখই তাকে দিয়ো।

নেপথ্যে ॥ আমাকে সে যে চায় সে কেবল অহঙ্কারের জন্যে। আমাকে নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে এই তার সাধ।

সুরঙ্গমা ॥ এই সুযোগে তার অহঙ্কার ভেঙে দাও। সকলের নীচে নামিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে এসো তাকে।

নেপথ্যে ॥ তোমার তো নিজের অনেক চাবার আছে অন্যের হয়ে চাইতে
১২] এলে কেন, সুরঙ্গমা ? /

সুরঙ্গমা ॥ সকলে মিলে তোমাকে পাওয়ার মতো পাওয়া আর নেই। তাই তো আমি থাকতে পারিনে, মহারাজ, দ্বারে দ্বারে তোমার জন্যে মন ভিক্ষা করে বেড়াই।

নেপথ্যে ॥ সুদর্শনা কি দিতে পেরেচে তার মন ?

সুরঙ্গমা ॥ প্রভু, তুমি তো জান, তার অহঙ্কারের তলায় তার আত্মনিবেদন চাপা রয়েচে— তার সেই নিজের জিনিষটা সরে গেলেই তোমার জিনিষ তুমি আপনিই পাবে।

নেপথ্যে ॥ মন যখন প্রস্তুত না থাকে তখন আমাকে সহ্য করা কতো কঠিন সে তো তোমার জানা আছে।

১৩] সুরঙ্গমা ॥ জানি প্রভু, কী ভীষণ দেখেছিলুম একদিন তোমাকে। / যারা তোমাকে ললিত মধুর করে দেখবে আশা করে তারা কী ভুলই করে! অবশেষে তোমার কঠিনের স্বাদ যে পেয়েচে সেই জানে কী সুন্দর তুমি।

নেপথ্যে ॥ সুদর্শনাকে বোলো, তাকে আমি গ্রহণ করব অন্ধকারে।

সুরঙ্গমা ॥ বাঁশি বাজবেনা, আলো জ্বলবেনা, সমারোহ হবেনা?

নেপথ্যে ॥ না।

সুরঙ্গমা ॥ বরণডালায় সে কি ফুলের মালা এনে তোমাকে দেবেনা?

নেপথ্যে ॥ সে ফুল এখনো ফোটে নি।

সুরঙ্গমা ॥ সেই ভালো মহারাজ। অন্ধকারেই বীজ থাকে, অঙ্কুরিত হলে
১৪] আপনিই আলোতে / বেরিয়ে আসে। প্রভুর আদেশ আমি তাকে জানাব। এইবার আমার নিজের প্রার্থনাটা তোমাকে শুনতে হবে।

নেপথ্যে ॥ কী বল।

সুরঙ্গমা ॥ অনুমতি যদি পাই তো গান শোনাব। গান গাওয়ার জালে যেন তোমার স্পর্শ ধরা পড়ে।

নেপথ্যে ॥ গাও।

সুরঙ্গমা ॥ আমার একলার কণ্ঠে তো হবে না। যেখানে তুমি সেখানে আমার হৃদয়ের প্রভাতকাল— অনেক পাখীর সুর না মিললে প্রভাতী পূর্ণ হয় না যে। সেই জন্যেই আমার একলার গান আমি নানা কণ্ঠে
১৫] ছড়িয়ে দিয়েচি। /

নেপথ্যে ॥ আচ্ছা তবে ডাক দাও তাদের।

গান

আয় তোরা আয় আয় গো—
গাবার বেলা যায় পাছে তোর যায় গো;—
শিশিরকণা ঘাসে ঘাসে
শুকিয়ে আসে,
নীড়ের পাখী নীল আকাশে চায় গো॥
সুর দিয়ে যে সুর ধরা যায়,
গান দিয়ে পাই গান,

প্রাণ দিয়ে পাই প্রাণ,
তোর আপন বাঁশি আন্,
তবেই তোরা শুন্‌তে পাবি কে বাঁশি বাজায় গো।
শুকনো দিনের তাপ
তোর বসন্তকে দেয় না যেন শাপ।
ব্যর্থ কাজে মগ্ন হয়ে
লগ্ন যদি যায় গো বয়ে
গান-হারানো হাওয়া তখন
করবে যে হায় হায় গো॥

গানের দলের প্রবেশ—

প্রথমা ॥ সুরঙ্গমা দিদি ডেকেচ ?

- ১৬] সুরঙ্গমা ॥ গান শোনাবার আদেশ পেয়েছি। /

দ্বিতীয়া ॥ কোন্ গান গাব ?

সুরঙ্গমা ॥ আমি কেন বল্‌ব ? মন যা চায় তাই গাবে। গাইতে সাহস কর না কেন ?

তৃতীয়া ॥ আচ্ছা আমাদের আপন গানটা তবে গাই।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা,
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা।
মন্দাকিনীর ধারা,
উষার শুকতারা,
কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা॥
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি ওঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানে পরীক্ষা।

বাহির হ'তে ॥ সুরঙ্গমা !

সুরঙ্গমা ॥ ঐ আসচেন রাজকুমারী সুদর্শনা।

সুদর্শনার প্রবেশ

১৭] কী চাই, আমাকে কেন ডাকচ ? /

সুদর্শনা ॥ তোমার এখানে আকাশে যেন অর্ঘ্য সাজানো আছে। আমি যেন শিশির ধোয়া সকাল বেলার স্পর্শ পাচ্চি। তুমি এখানকার বাতাসে কী ছিটিয়ে দিয়েছ বল দেখি।

সুরঙ্গমা ॥ সুর ছিটিয়েছি।

সুদর্শনা ॥ আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো সুরঙ্গমা, আমি শুনি।

সুরঙ্গমা ॥ মুখের কথায় বলে উঠ্‌তে পারি নে।

সুদর্শনা ॥ আচ্ছা, বল তিনি কি খুব সুন্দর ?

১৮] সুরঙ্গমা ॥ সুন্দর ? ওটা তো একটা কথা। ওর মানে / একদিন যা বুঝেছিলুম আজ তো তা বুঝিনে। একদিন সুন্দরকে নিয়ে খেল্‌তে গিয়েছিলুম— খেলা ভাঙল যেদিন, বুক ফেটে গেল, সেদিন বুঝলুম সুন্দর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ঙ্কর বলে ভয় পেয়েছিলুম— আজ তাকে ভয়ঙ্কর বলে আনন্দ করি,— তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দুঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি তুমি আনন্দ।

আমি যখন ছিলেম অন্ধ
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাইনি তো আনন্দ।
খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে
খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,
ভিৎ ভেঙে যেই আস্‌লে ঘরে ঘুচল আমার বন্ধ,—
সুখের খেলা আর রোচেনা, পেয়েছি আনন্দ।
ভীষণ আমার রুদ্র আমার,
নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার,
উগ্র ব্যথায় নূতন করে বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সব কিছু মোর নিলে এসে
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম, ঘুচ্‌ল আমার দ্বন্দ্ব।
১৯] দুঃখ সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ ॥ /

সুদর্শনা ॥ প্রথমটা তুমি তাঁকে চিনতে পারো নি।

সুরঙ্গমা ॥ না।

সুদর্শনা ॥ দেখ, তাঁকে চিন্‌তে আমার একটুও দেরি হবেনা॥ তখন তাঁকে তোমার সুন্দর বলে মনে হয় নি।

সুরঙ্গমা ॥ না, আমি তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলুম।

সুদর্শনা ॥ আমার তা কখনোই হবে না। আমার কাছে তিনি সুন্দর হয়ে দেখা দেবেন।— কিন্তু আমাকে ঠিক করে বলো, সুরঙ্গমা, কবে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন, কবে তাঁকে আমি বরণ করে নেব।

সুরঙ্গমা ॥ বিলম্ব নেই। কিন্তু তার আগে একটা কথা তোমাকে স্বীকার করে নিতে হবে।

সুদর্শনা ॥ তা নেব। আমার কিছুতে দ্বিধা নেই।

২০] সুরঙ্গমা ॥ তিনি বলেচেন, অন্ধকারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। /

সুদর্শনা ॥ চিরদিন ?

সুরঙ্গমা ॥ সে কথা বল্‌তে পারিনে।

সুদর্শনা ॥ তাঁকে দেখ্‌ব কী করে।

সুরঙ্গমা ॥ সে তিনিই জানেন।

সুদর্শনা ॥ আচ্ছা, আমি সবই মেনে নিচ্চি। কিন্তু আমার কাছে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারবেননা। দিন যদি স্থির হয়ে থাকে সবাইকে তো জানাতে হবে।

সুরঙ্গমা ॥ জানিয়ে কী করবে। সে অন্ধকারে সকলের তো স্থান নেই।

সুদর্শনা ॥ আমি রাজাধিরাজকে লাভ করেছি সে কথা কাউকে জানাতে পারব না ?

সুরঙ্গমা ॥ জানাতে পারো কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবেনা।

২১] সুদর্শনা ॥ এত বড়ো কথাটা বিশ্বাস করবেনা, সে কি হয় ? /

সুরঙ্গমা ॥ লোক ডেকে প্রমাণ দিতে পারবেনা যে।

সুদর্শনা ॥ পারবই, নিশ্চয় পারব।

সুরঙ্গমা ॥ আচ্ছা চেষ্টা দেখো।

সুদর্শনা ॥ সুরঙ্গমা, তোমার মতো আমি অত বেশি নম্র নই, আমি শক্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন— এ তিনি এড়াতে পারবেননা।

সুরঙ্গমা ॥ সে কথা আজকে ভাববার দরকার নেই রাজকুমারী, তুমি নিজে তাঁকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ো, তাহলেই সব সহজ হবে।

সুদর্শনা ॥ ও কথা কেন বলচ? আমি তো সেই জন্যেই প্রস্তুত হয়ে রয়েচি। আর কিন্তু বিলম্ব কোরোনা।

সুরঙ্গমা ॥ তাঁর দিকে প্রস্তুত হয়েই আছে। আজ আমরা তবে বিদায় হই।

২২] সুদর্শনা ॥ কোথায় যাচ্চ? /

সুরঙ্গমা ॥ বসন্ত উৎসব কাছে এল, তার আয়োজন করতে হবে।

সুদর্শনা ॥ কী রকমের আয়োজনটা হওয়া চাই?

সুরঙ্গমা ॥ মাধবীকুঞ্জকে তো তাড়া দিতে হয় না। আমের বনেও মুকুল আপনি ধরে। আমাদের মানুষের শক্তিতে যার যেটা দেবার সেটা সহজে প্রকাশ হতে চায় না, কিন্তু সেদিন সেটা আবৃত থাকলে চল্‌বে-না। কেউ দেবে গান, কেউ দেবে নাচ।

সুদর্শনা ॥ আমি সেদিন কী দেব, সুরঙ্গমা?

সুরঙ্গমা ॥ সে কথা তুমিই বলতে পারো।

সুদর্শনা ॥ আমি নিজ হাতে মালা গেঁথে সুন্দরকে অর্ঘ্য পাঠাব।

সুরঙ্গমা ॥ সেই ভালো।— এবার তবে যাই।

সুদর্শনা ॥ শোনো সুরঙ্গমা, যে কথাটা বল্‌তে এসেছিলুম বলি। কাঞ্চীর

২৩] রাজা বিবাহের প্রস্তাব করে দূত পাঠিয়েচেন।— চুপ করে / রইলে যে সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা ॥ এর মধ্যে আমার বলবার তো কিছুই নেই।

সুদর্শনা ॥ কাঞ্চীর প্রস্তাব অস্বীকার করে ফিরিয়ে দিলে সে আবার এখানে ফিরে আসবে অস্ত্র হাতে।

সুরঙ্গমা ॥ সেই আশঙ্কা আছে বই কি।

সুদর্শনা ॥ আমি সম্মতি দিই নি।

সুরঙ্গমা ॥ সাহসের পরিচয় দিয়েচ।

সুদর্শনা ॥ কিন্তু পিতা মহারাজ আশঙ্কা করচেন। তিনি আমাকে সহজে নিষ্কৃতি দেবেন না।

সুরঙ্গমা ॥ রাজ্যের কথা ভাবতে হবে বই কি।

২৪] সুদর্শনা ॥ কিন্তু আমি নিজে বিস্মিত হয়েচি— / কোনো ভয়ে আজ

আমাকে বিচলিত করচেনা। আমার ভিতর থেকে বল্‌চে, সব চেয়ে
যিনি বড়ো তাঁকে পাওয়ার গৌরবের কাছে রাজ্যের ভাবনা টি কতে
পারেনা। আমার মধ্যে এই গরিমার বোধ কোথা থেকে এল ভেবে
পাইনে। রাজরাজেশ্বরের সম্মানের অংশ যার ভাগ্যে আছে জন্মকাল
থেকেই সে বোধ হয় তার যোগ্য হয়ে আসে। এই যে আমি কাঞ্চীর
রাজাকে উপেক্ষা করতে পারলুম এর থেকেই বুঝতে পারচি আমার
কামনা ব্যর্থ হবে না। কিন্তু সুরঙ্গমা তুমি চুপ করে আছ কেন? বুঝতে
পারচ না কি কত বড়ো বিপদকে আমি বুক পেতে নিচ্চি। তুমি যদি
২৫] বা বুঝতে না পারো, যিনি আমার / রাজাধিরাজ তিনি ঠিক বুঝে নেবেন।

সুরঙ্গমা ॥ দরিদ্রের ঘরেই জন্মেচি, ঐশ্বর্য্যের যে কত বিপদ তা ঠিকমতো
বোঝবার শক্তি নেই।

সুদর্শনা ॥ তুমি জানো তো, কাঞ্চী প্রবল পরাক্রান্ত।

সুরঙ্গমা ॥ আমি যে তাঁকে চিনি।

সুদর্শনা ॥ কেমন করে জান্‌লে?

সুরঙ্গমা ॥ তীর্থে যাবার পথে দেখেচি। খুব প্রবল রাজাই বটে।

সুদর্শনা ॥ হয় তো আমাদের পরাভব হতে পারে।

সুরঙ্গমা ॥ অসম্ভব নয়।

সুদর্শনা ॥ পিতা মনে করচেন রাজ্য হারানোর আশঙ্কা আছে।

২৬] সুরঙ্গমা ॥ দুশ্চিন্তার কারণ আছে নিশ্চয়।

সুদর্শনা ॥ কিন্তু তবু আমাকে পাবেন না। এই কথাটা যেন তোমার
প্রভু মনে রাখেন। আমি এমন করে নিজেকে দেব যে বিশ্বের লোক
বিস্মিত হবে।

সুরঙ্গমা ॥ কিন্তু তিনি যা দেবেন, তুমি ছাড়া আর কেউ তা জানতেই
পারবেনা।

সুদর্শনা ॥ আমার রূপের কথা কাঞ্চী শুনেচেন।

২৭] সুরঙ্গমা ॥ শুধু কাঞ্চী কেন, দেশবিদেশের রাজার / কাছে বার্ত্তা পৌঁছল,
সকলেই লুব্ধ হয়ে উঠেচে।

সুদর্শনা ॥ কিন্তু আমার এই রূপ উৎসর্গ করব কেবল তাঁরই কাছে।
আমার কী সৌভাগ্য যে দুর্লভ জিনিষ আমি দিতে পারব তাঁকে।

সত্য করে বলি সুরঙ্গমা, আমার ইচ্ছে হচ্চে খুব একটা বিপদ ঘনিয়ে উঠুক্, একবার সবাই দেখুক আমি কেমন করে সেটাকে গ্রহণ করি, তিনিও আমাকে তাহলে বুঝতে পারবেন।

সুরঙ্গমা ॥ রাজকুমারী, যে বিপদ বাইরে থেকে কেউ দেখ্তে পায় না,
২৮] সেই বিপদই সব চেয়ে কঠিন।— এবার যাই আমার কাজে। /

রাজমহিষী ॥ রোহিণী, এ কী সঙ্কটেই পড়া গেল।

রোহিণী ॥ তাই তো মহারাণী মা, কাঞ্চীর দূত এল, এ তো সহজ কথা না। এ'কে বিবাহের প্রস্তাব বলে না, এ আদেশ, এর মধ্যে অস্ত্রের ঝঙ্কার আছে।

রাজমহিষী ॥ আমার মেয়েকে সে কথার একটু আভাস দিয়েছিলুম, শুনে তার মন আরো গেল বেঁকে। সে বল্লে, আমাকে ভয় দেখাচ্চ কিসের, আমি কি মরতে জানি নে! কাউকেই ওর পছন্দ নয়— কাশী গেল, কোশল গেল, মগধ গেল, আবার কাঞ্চীর দূতকেও ফিরে পাঠাতে হবে! কত করে বুঝিয়ে বল্লেম, না হয় একবার স্বয়ম্বর সভা ডাকি, ওদের একবার স্বচক্ষে দেখ— যাকে মনে ধরে তাকেই মালা দিয়ো। না, সেও হবে না; না দেখেই না-পছন্দ যার তাকে নিয়ে কী করব
১] বল তো! /

রোহিণী ॥ মহারাণী মা, না দেখেই যেমন ওঁর না-পছন্দ, তেমনি না-দেখেই যে ওঁর পছন্দ। উনি বলেন রাজাধিরাজ আমার বরণমালার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। তাই কোনো রাজার নাম সইতে পারেন না।

রাজমহিষী ॥ কোথায় সে রাজাধিরাজ!

রোহিণী ॥ সে কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেন নিশ্চয় করে বল্তে পারব না।

রাজমহিষী ॥ অথচ নিশ্চয় করে তাকেই পাওয়া চাই— এ সমস্যা মেটাবে কে?

রোহিণী ॥ তুমি তো জানো মহারাণী মা, এ বিপদের মূলে আছে কে?

রাজমহিষী ॥ জানি বই কি, ঐ তোমাদের সুরঙ্গমা। সে যে কে কোথা
২] থেকে এল তার খবর কেউ জানে না, সেও কিছু বলে না। /

রোহিণী ॥ এই দেখ না, মা, আগাগোড়া সমস্তই না-জানার উপর দিয়েই

চল্‌চে। ঐ মেয়েটা কোথা থেকে এসে একটা ক্ষ্যাপামির হাওয়া রাজবাড়ির মেয়েদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেচে। ওকে দূর করে তাড়িয়ে না দিলে আপদ শান্তি হবে না।

রাজমহিষী ॥ কেউ যে সাহস করেনা।

রোহিণী ॥ ঐ আর একটা সমস্যা। সাহস কেন করেনা তাও বোঝবার জো নেই। ওর শক্তি কিসের?

রাজমহিষী ॥ একবার তো মহারাজ বিরক্ত হয়ে ওকে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। ও শৃঙ্খল পরলে সে যেন অলঙ্কার, নালিষ করলে না, আপত্তি করলেনা। কিন্তু দেখি শাস্তি হল যেন মহারাজেরই। রাত্রে ঘুম হয় না, মনের মধ্যে অশান্তি। ওঁর এই দশা দেখে আমারো
৩] মনে কেমন একটা / ভয় এল — আমি ওঁকে বল্‌লেম, কাজ নেই, ওকে ছেড়ে দাও।

রোহিণী ॥ ও এসে অবধি মানুষের বুদ্ধি খারাপ করে দিয়েচে। ও কাউকে নাচায়, কাউকে গান গাওয়ায়। রাজবাড়ির মেয়েরা হাঁ করে কাছে বসে ওর কথা শোনে। এম্‌নী কী অপূর্ব্ব কথা তাও তো বুঝিনে, ভয় হয় আমাকেও কোন্‌দিন জাদু করে!

রাজমহিষী ॥ আমি দেখচি রাজবাড়ির রীতি ও বদ্‌লিয়ে দেবে। সমস্ত উলট পালট করে ঘটাবে একটা বিপদ।

সুদর্শনার প্রবেশ—

সুদর্শনা ॥ মা, পিতা মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন। কিন্তু আমি যাবনা। তুমি আমার হয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বল গে—

রাজমহিষী ॥ কেন যাবে না তুমি?

সুদর্শনা ॥ আমি জানি কিজন্যে উনি ডেকে পাঠিয়েচেন। কাঞ্চিরাজার ছবি তিনি আমাকে দেখাতে চান।

৪] মহিষী ॥ ছবি দেখ্‌তে দোষ কী? /

রোহিণী ॥ রাজকুমারী তোমার ছবি তিনি নিশ্চয় দেখেছেন— তাঁর ছবি তুমিই বা না দেখবে কেন?

সুদর্শনা ॥ দেখে কোনো ফল হবে না।

মহিষী ॥ দেখ বাছা এ তোমাদের বাড়াবাড়ি, পছন্দ হবেনা বলে পণ

করে বসে আছ না দেখে না শুনে।

সুদর্শনা ॥ ছবি দেখেও যদি পছন্দ না করি তাহলে কাঞ্চীরাজ দুঃখিত
হবেন।

রোহিণী ॥ আর না দেখেই যদি পছন্দ না করো তাহলে তিনি বিস্মিত
হবেন।

সুদর্শনা ॥ তাঁর যেমন প্রতাপ, তেমনি রূপ থাক্‌তে পারে কিন্তু তাঁর
*৩] প্রস্তাব আমি মানতে পারব না। /

রাজমহিষী ॥ তোমার এ আবদার তো রাজবাড়ির মেয়ের যোগ্য নয়
রাজার ঘরের বিবাহ রাজ্যে রাজ্যে, শুধু মানুষে মানুষে নয়। তোমার
পিতা যেদিন আমাকে বিবাহ করলেন, সেদিন মন্ত্রর সঙ্গে হল মিথিলার
যোগ। পছন্দ হওয়া না হওয়ার কথা ইতরবংশের মেয়েদের জন্যে।

সুদর্শনা ॥ মা ইতরবংশের মেয়েদের উপর ঈর্ষা জন্মিয়ে দিলে।

রাজমহিষী ॥ অবাক করলে এরা! এইসব আধুনিক কালের মেয়েদের
আমরা বুঝ্‌তে পারিনে।

রোহিণী ॥ আধুনিক কালের দোষ দিয়োনা, মহারাণী মা। আমার বয়েস
খুব বেশি হয় নি। তুমি যে কালের কথা বলচ ওটা সৃষ্টিছাড়া কাল,
৫] সকল কালের বাইরে, না নতুন, না পুরোনো। /

সুদর্শনা ॥ রোহিণী, ভুলে তোমার মুখ দিয়ে বড়ো কথা বেরিয়ে যায়।
কাল রাত্তিরেই সুরঙ্গমা ঐ ধরণের একটা কী বল্‌ছিল— সকল কাল
পেরিয়ে যাবার কথা।

রোহিণী ॥ কিছু বুঝতে পেরেছিলে রাজকুমারী?

সুদর্শনা ॥ কিছু না। কিন্তু বেশ লাগ্‌ছিল।

রোহিণী ॥ ঐ দেখ মহারাণী মা, এঁরা বোঝেন না ভালো লাগে, জানেন
না, পছন্দ করেন, এর উপরে আর কথা চলেনা।

সুদর্শনা ॥ না কথা চলে না। মা, তাই তো বলচি পিতা মহারাজের
৬] কাছে যেতে পারব না, তিনি প্রশ্ন করলে বুঝিয়ে বলব কী করে? /

রাজমহিষী ॥ তোমাদের বোঝাপড়াটা কী নিয়ে শুনি।

সুদর্শনা ॥ তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন, আমি কাকে বিবাহ করতে
চাই।

রাজমহিষী ॥ তোমার হয়ে আমিই বা কী জবাব দেব বলো।

সুদর্শনা ॥ বোলো আমি চাই রাজাধিরাজকে।

রাজমহিষী ॥ তোমার সেই রাজাধিরাজের ঠিকানা ত কারো কাছে মিলল না— তুমি তার খবর পেলে কোথা থেকে শুনি। চুপ করে রইলে কেন বাছা? একটা জবাব দাও।

রোহিণী ॥ মহারাণী, ওঁকে আর কেন জিজ্ঞাসা করা? এই কাণ্ডটি ঘটিয়েচেন সুরঙ্গমা।

সুদর্শনা ॥ হাঁ, মা, তাঁর খবর পাই সুরঙ্গমার কাছ থেকে।

৭] মহিষী ॥ তাঁকে তুমি তো দেখনি, তবে তোমার মন / টানল কী করে?

সুদর্শনা ॥ সুরঙ্গমা যখন গান করে আমার মনে হয় যেন দেখেচি।

মহিষী ॥ গানের মধ্যে মন্ত্র আছে না কি?

সুদর্শনা ॥ আছে বলে তো বোধ হয়।

মহিষী ॥ আচ্ছা একটা পদ শোনাও তো বাছা, কি গান শুনে তোমার মন ভুলেচে।

সুদর্শনা ॥ আমার মুখে ঠিক শোনাবেনা মা। একতারাটি নিয়ে সে গান করে—

আজো চোখে হয়নি দেখা,
সকল দেখা আছে ভরে',
আজো জানা হয়নি তবু
দূরে সেজন যায় না সরে'।

মনে হয় যেন কাছেই আছেন। মা তুমি পিতা মহারাজকে বোলো,
৮] সকল রাজার বড়ো যিনি তাঁর জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকব। /
এসব রাজাদের কথা আমার মনেই লাগেনা।

প্রস্থান

মহিষী ॥ রোহিণী, একটা বুদ্ধি দাও, কী করি একে নিয়ে? ও কি চিরদিন কুমারী হয়েই কাটাবে? আজকাল ওর মুখের দিকে যখন চাই কি জানি আমার রাজভোগে যেন রুচি হয় না।

রোহিণী ॥ সুরঙ্গমাকে একবার ডেকে আনি, তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখা যাক্ না।

মহিষী ॥ সেই ভালো।

রোহিণীর প্রস্থান, প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী ॥ কাঞ্চী থেকে যে দূতী এসেচে সে বিদায় নিয়ে যেতে চায়।

মহিষী ॥ আচ্ছা ডেকে দাও।

দূতীর প্রবেশ

দূতী ॥ জয় হোক্ মহারাণী, আমার যাবার সময় হোলো। আমাদের
মহারাজকে গিয়ে কী বল্‌ব ? আমি প্রত্যক্ষ রাজকুমারীর সঙ্গে কথা
৯] কইবার চেষ্টা করেচি একবারো সুযোগ পেলুম না। /

মহিষী ॥ সে তার সঙ্গিনীদের নিয়ে গীতকলার চর্চ্চা করে অন্য কিছুতে মন নেই, অবকাশও নেই।

দূতী ॥ বাচালতা ক্ষমা করবেন মহারাণী, পিতামাতাদের কাছে পুত্র-কন্যারা চিরদিনই অর্ব্বাচীন, কিন্তু তাঁদের অনবধানতাকালেও যৌবনের আবির্ভাব যথাসময়েই হয়ে থাকে। রাজকুমারী সুদর্শনার একমাত্র গীতকলা নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকবার বয়স তো নয়।

মহিষী ॥ দিন গণনা করে বয়সের বিচার সকল ক্ষেত্রে খাটেনা।

দূতী ॥ কাঞ্চীরাজের চিত্র কি তাঁকে দেখানো হয়েচে ?

মহিষী ॥ পুরুষের গৌরব তো রূপ নিয়ে নয়।

দূতী ॥ শৌর্য্য নিয়ে। তবে সেই কথাই মহারাজকে জানাইগে। রাজকন্যা তাঁর শৌর্য্যের পরিচয় চান।

মহিষী ॥ কোনো পরিচয়ই চান না। রাজকন্যার মন উদাসীন। উপযুক্ত
১০] সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। /

দূতী ॥ তাহলে বিদায় হই মহারাণী। কোন্ সময়টা উপযুক্ত সে আমাদের মহারাজই বিচার করে দেখবেন।

প্রস্থান

রোহিণীর প্রবেশ

মহিষী ॥ একটা যুদ্ধের ভূমিকা হোলো রোহিণী।

রোহিণী ॥ ইতিহাসে এ তো নূতন নয়— নারীর রূপের ভীষণ স্তব পুরুষের
১১।১] অস্ত্রঝঞ্ঝনায়। ঐ সুরঙ্গমা আসচে। /

সুরঙ্গমা ॥ জয় হোক মহারাণী।

মহিষী ॥ সুদর্শনাকে তুমি কোন্ রাজাধিরাজের কথা বলেচ, কাউকে তার আর পছন্দই হচ্চে না।

সুরঙ্গমা ॥ আমাকে নিজে এসে কেউ জিজ্ঞাসা না করলে আমি কখনো তাঁর কথা বলিনে, মহারাণী।

রোহিণী ॥ তিনি যে সত্য আজ পর্য্যন্ত তুমি তো তার প্রমাণ দিতে পারো নি।

সুরঙ্গমা ॥ আমার সাধ্য কি আছে ?

রোহিণী ॥ তবে রাজকুমারীকে কেন তুমি এমন করে ভোলালে ?

সুরঙ্গমা ॥ আমি যা সত্য জানি তাই তাঁকে বলেছি— তাঁর মধ্যে ভুল
২৯] আছে বলেই তিনি ভুলেছেন। /

মহিষী ॥ তোমার কথা শুনে সে যে কোন্ রাজাধিরাজকে পাবে বলে পণ করেচে।

সুরঙ্গমা ॥ তিনি রাজার মেয়ে তাই তিনি মনে করেন যাকে চাই তাকেই পাওয়া যায়। আমরা গরীব, আমাদের মুখে এত বড়ো স্পর্দ্ধার কথা বের হতেই পারেনা।

মহিষী ॥ তাহলে তুমি সুদর্শনাকে বুঝিয়ে বলগে অসম্ভব খেয়াল ছেড়ে দিয়ে কাঞ্চীরাজের প্রস্তাব সে স্বীকার করুক।

সুরঙ্গমা ॥ তাঁকে বোঝাবার সাহস আমার নেই। কেমনকরে জানব, কিসে তাঁর ভালো হবে।

রোহিণী ॥ অত বেশি তোমাকে ভাবতে হবেনা গো কাঞ্চীরাজকে বিবাহ করলে রাজকন্যার পক্ষে সুখের হবে এ কথা সকলেই জানে।

৩০] সুরঙ্গমা ॥ আমি জানিনা। /

মহিষী ॥ মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ওকে রাজ্য থেকে দূর করে দেব, তবে রাজপুরীতে শান্তি হবে। তুমি কি মনে কর আমি তোমাকে ভয় করি ?

সুরঙ্গমা ॥ আমাকে ভয় কেউ যেন না করে।

মহিষী ॥ রোহিণী, ওকে নিয়ে যাও অন্তঃপুরের বন্দীশালায়। যতক্ষণ না সুদর্শনার মন প্রকৃতিস্থ হয় ওকে ছেড়ে দেওয়া হবেনা। ফিরিয়ে

নাও তোমার মন্ত্র যদি ভালো চাও।

সুরঙ্গমা ।। আশীর্ব্বাদ করো মহারাণী, আমার মনের মধ্যে মন্ত্র যেন ধরে—বীজমন্ত্র। ফল যখন পাকে তখনি বীজের পালা আরম্ভ হয়— যা পাইনি সে আমি দেব কাকে ?

মহিষী ।। ওর সঙ্গে কথা কয়ে পারব না ; দাও ওকে প্রতিহারীর হাতে— নিয়ে যাক্ অন্ধকূপে।

৩১] সুরঙ্গমাকে লইয়া রোহিণীর প্রস্থান /

রোহিণী, রোহিণী ! সত্যিই নিয়ে গেল দেখ্‌চি। রোহিণীর কি একটুও ভয় ডর নেই ! কে আছিস ওখানে ?

কিঙ্করীর প্রবেশ

শীঘ্র রোহিণীকে আর সুরঙ্গমাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

রোহিণী ও সুরঙ্গমার প্রবেশ

এস, সুরঙ্গমা— বোসো এইখানে। কিছু মনে কোরো না— আমি পরীক্ষা করে দেখছিলুম তোমার মনে ভয় আছে কি না। রাজবাড়ীর অনেকেই তোমার গান শুনেচে। এ পর্য্যন্ত আমার শোনা আর হয়ে ওঠেনি। তোমাদের ও বৈরাগীর গান, সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না— আমাদের অভ্যেস হয়েচে অন্যরকম। তবু মনে কৌতূহল হয় বৈ কি। একটা শুনিয়ে দাও তো, দেখি কী রকম লাগে।

সুরঙ্গমা ।। মহারাণী আমার একলার কণ্ঠ কেবল আপন ঘরের কোণে, কেবল আপন কানে আপনার গুঞ্জন। গান যখন শোনাই তখন অনেকের কণ্ঠ নিয়ে গাই।

৩২] মহিষী ।। সে সব কণ্ঠ এখন পাবে কোথায় ? /

সুরঙ্গমা ।। আমার গানের সখীরা রাজপ্রাসাদের বাইরে আমার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।

মহিষী ।। রোহিণী, তাদের ডেকে আনো তো।

রোহিণীর প্রস্থান

দেখ বাছা, রাজার ঘরে এসেছি, মান রেখে চলতে হয়, নইলে ইচ্ছে করে তোমাকে প্রণাম করি।

সুরঙ্গমা ॥ তার চেয়ে আমাকে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া ভালো।

মহিষী ॥ তোমাদের মতো মানুষকে প্রণাম করলে সে প্রণাম তোমাদের ছাড়িয়ে যায়। এ একটা সুযোগ। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে নেই। জোর করে আমাদের মাথা উঁচু করে রেখে দিয়েচে। কিন্তু মনে কোরো
৩৩] না তোমাদের চিন্‌তে পারিনে। মুখ দেখেই বোঝা যায়। / তোমার কাছে অনুনয় করতে দোষ নেই— তাই আমি মিনতি করে বলচি, তুমি আমার মেয়ের মন ফিরিয়ে দাও— নইলে বিপদ ঘটবে।

সুরঙ্গমা ॥ মহারাণী, তোমাকে একটি কথা বলচি— সে কথা রাজকুমারী স্বয়ং জানেন না। তিনি মুখে যাঁর কথা বলেন তাঁকে মন দেন নি।

মহিষী ॥ সে কি কথা? ও যে বলে ও তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই চায় না।

সুরঙ্গমা ॥ উনি তাঁকেও জানেন না, নিজেকেও জানেন না, তাই এমন কথা বলেন।

মহিষী ॥ তাহলে কাঞ্চীরাজকে বিবাহে বাধা কি?

সুরঙ্গমা ॥ কাঞ্চীরাজকে উনি যথেষ্ট বড়ো মনে করেন না। উনি এমন
৩৪] কাউকে চান যিনি সকলের/শ্রেষ্ঠ।

মহিষী ॥ যাচাই করতে করতেই যে জীবন কেটে যাবে। শ্রেষ্ঠ মানুষকে পাওয়া যায় কিন্তু সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে পাবার পণ করলে সন্ধানের তো অন্ত থাকবে না।

সুরঙ্গমা ॥ সেই তো বিপদ। ভয় নেই মহারাণী, খুঁজতে খুঁজতে একদিন হঠাৎ মনে হবে পেয়েছি, তখন আর খোঁজার দরকার হবেনা।

মহিষী ॥ কিন্তু ইতিমধ্যে এই কাঞ্চীকে নিয়ে যে ভাবনা ধরিয়ে দিলে।

সুরঙ্গমা ॥ মস্ত তাঁর অহঙ্কার, সেই কি শেষ পর্য্যন্ত টিঁকবে?

মহিষী ॥ সে কথা সত্য, এ অহঙ্কার সহ্য করা যায় না। আমার
৩৫] ভুবনমোহিনী / মেয়ে, তাকে অমন উদ্ধত ভাষায় কেউ চাইবে এ কথা কখনো ভাবতেও পারিনি। দুর্লভ জিনিষকে নত হয়ে সাধনা করতে হয়— দাম্ভিকের সে কথা মনে থাকেনা। তাই আমি ঠিক করেছি যুদ্ধ করতে হয় সেও ভালো কিন্তু স্পর্দ্ধা সহ্য করব না।

গানের দলকে নিয়ে রোহিণীর প্রবেশ।

সুরঙ্গমা ॥ মহারাণী গান শুন্‌তে চেয়েছেন।

প্রথমা ॥ এখানে? এই রাজবাড়িতে?

সুরঙ্গমা ॥ হাঁ। রাজবাড়িতেই কি গানের দরজা বন্ধ থাকবে।

দ্বিতীয়া ॥ কোন্‌টা গাব, ভেবে ত পাচ্চিনে।

৩৬] সুরঙ্গমা ॥ ভাবতে গেলে মনে আসবে না। / একতারাতে সুর দাও, ঠিক গানটি আপনিই এসে পড়বে।

গান

ওগো, তোরা যারা শুন্‌বি না,—
তোদের তরে আকাশপরে
নিত্য বাজে কোন্ বীণা।
দূরের শঙ্খ উঠল বেজে
পথে বাহির হল সে যে,
দুয়ারে তোর আস্‌বে কবে
তার লাগি দিন গুণবি না॥
রাতগুলো যায় হায়রে বৃথায়
দিনগুলো যায় ভেসে
মনে আশা রাখবি না কি
মিলন হবে শেষে।
হয়তো দিনের দেরি আছে,
হয়তো সেদিন আস্‌ল কাছে,
মিলনরাতে ফুটবে যে ফুল
৩৭] তার কিরে বীজ বুনবি না? /

মহিষী ॥ রোহিণী, এদের দিন রাত্রি আর এক দেশের। সেখানে আর এক লীলা চলচে। সেখানে বুঝি সুর দিয়ে ছাড়া কথা হয় না।

রোহিণী ॥ সেখানকার কথায় কান দিতে গেলে সব গোলমাল হয়ে যায় মহারাণী মা। এই সব মানুষের উচিত গুহাগহ্বরে গিয়ে থাকা।

কিঙ্করীর প্রবেশ

কিঙ্করী ॥ মহারাজ মহারাণীর দর্শন ইচ্ছা করেন।

প্রস্থান

মহিষী ॥ ঐ সেই কথা। কাঞ্চীরাজের প্রস্তাব। আমার মনে কিন্তু এখন আর দ্বিধা নেই। কাঞ্চীরাজের পত্রে যদি ভয় দেখাবার আভাস না থাকত তাহলে প্রস্তাবটা চিন্তার যোগ্য হ'ত কিন্তু তাই বলে তাঁর আদেশ স্বীকার করে নিতে পারব না— এতে যুদ্ধ বাধে যদি সেও ভালো।

রোহিণী ও মহিষীর প্রস্থান

নেপথ্য হতে ॥ সুরঙ্গমা।

৩৮] সুদর্শনার প্রবেশ /

সুরঙ্গমা ॥ কী রাজকুমারী।

সুদর্শনা ॥ তোমার কাছ থেকে দূরে গেলে আমার মনের মধ্যে দ্বিধা ঘটতে থাকে তখন আবার যত রাজ্যের ভয় এসে জোটে।

সুরঙ্গমা ॥ কাজ কি রাজকুমারী, যেটা তোমার সহজ মনের ভাব সেইটেকেই মেনে নেও না, নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে। কাঞ্চীরাজের মতো রাজার প্রস্তাব তোমার মতো রাজকন্যারই তো যোগ্য।

সুদর্শনা ॥ না, সে আর হয় না। আমি তাঁর কথা উপেক্ষা করে প্রত্যাখ্যান করেছি সবাই তা জেনেচে। লোক হাসাতে পারবনা। রাজপুরীতে রটনা হয়ে গেছে সব রাজার যিনি শ্রেষ্ঠ আমি তাঁকেই মনে মনে বরণ
৩৯] করে নিয়েছি। তাই শুনে ঐ মহলের কেউ কেউ মুখ টিপে / হেসেচে, এখন যদি মত বদল করি তারা যে উচ্চৈঃস্বরে হাসবে।

সুরঙ্গমা ॥ তাহলে কী করতে চাও রাজকুমারী ?

সুদর্শনা ॥ বরণের দিন যত শীঘ্র আসে তার ব্যবস্থা করো। ততক্ষণ কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকো।

সুরঙ্গমা ॥ একটা কথা বলি, কোনো সমারোহ হবেনা, লোকজন কেউ কিছু জানতেই পারবেনা।

সুদর্শনা ॥ সে কি ভালো, সুরঙ্গমা ? এত বড়ো একটা ব্যাপার, দেশ বিদেশের লোকের কাছে তার ঘোষণা করতে হবেনা ?

সুরঙ্গমা ॥ ঘোষণা করাতেই অপমান রাজকুমারী। এর গৌরব যেদিন
৪০] অন্তরের মধ্যে পাবে সেদিন নীরবে সমস্ত সার্থক হবে। /

সুদর্শনা ॥ আমাকে কোথায় যেতে হবে ?

সুরঙ্গমা ॥ কোথাও না, এইখানেই।

সুদর্শনা ॥ এইখানেই ? সে কি কথা ? তুমি যে বল্‌লে কোন্ অন্ধকারের মধ্যে তিনি আমাকে নিতে আস্‌বেন। প্রথমটা শুনে ভালো লাগে নি, তার পরে ভাবলুম, এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার— এমন তো কারো কখনো হয় না। এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলুম। কিন্তু সেই অন্ধকারের সভা কি এইখানেই ? কোথাও যাত্রা করে যেতে হবে না ?

সুরঙ্গমা ॥ হাঁ, এইখানেই। এর যা আয়োজন সে তাঁর দিক থেকেই।

সুদর্শনা ॥ এইখানেই তো চিরদিনই আছি। যদি তেমনিই থেকে যাই,
৪১] তাহলে কী হল ? লোকেই বা কী বল্‌বে ? /

সুরঙ্গমা ॥ এখানে থাকবে কি কোথায় যাবে সে কথা তো গোড়ায় বোঝা যাবেনা। যাত্রা আরম্ভ হয় ঘরের মধ্যেই, পরে হয় তো বাইরে বেরতে হবে। আগে থাকতে কে বলতে [পারে।]

সুদর্শনা ॥ সেই ভালো, হঠাৎ যা হবে, তাতে আশ্চর্য্য লাগবে। রাজার ঘরে এমন কখনো কারো হয় না। কিন্তু আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌চে।
৪২।১] কখন্ সময় আসবে ?

সুরঙ্গমা ॥ তুমি যখনি চাইবে সময় সেই মুহূর্ত্তেই হবে।

সুদর্শনা ॥ আমার তো আর একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করচে না।

সুরঙ্গমা ॥ কোরো না দেরী। তাঁকে ডাকলে এখনি এইখানেই তিনি তোমাকে দয়া করবেন।

সুদর্শনা ॥ কিন্তু সাজবনা কি ?

*৪১] সুরঙ্গমা ॥ ইচ্ছে করো তো সাজো। /

সুদর্শনা ॥ কী বেশ পরব আমি ?

৪২।২] সুরঙ্গমা ॥ যে বেশ দামী সে নয়, যে বেশ তোমার ভালো লাগে তাই। /

[প্রভু বলো কবে
তোমার পথের ধূলার রঙে
আঁচল রঙীন হবে।
তোমার পথের যাত্রী দলে
কখন আমায় আপন বলে
চিন্‌বে আমায় সবে।
তোমার বনের রাঙা ধূলি
ফুটায় পূজার কুসুমগুলি—
সেই ধূলি হায় কখন আমায়
*৪০] আপন করি লবে।] /

সুদর্শনা ॥ তার মানে, যাতে আমাকে রাজার মেয়ের মতো দেখ্‌তে না হয়। চুলগুলো মাথায় চূড়ো করে বাঁধব— আহীর মেয়েদের মতো— মুঞ্জাঘাসের কঙ্কণ পরব, কচি কলার পাতায় হবে কানের ভূষণ, আর পরব মেঘের মতো নীল রঙের সাড়ি, তার ধারে ধারে সোনার একটু আভাস। চলো সাজিয়ে দেবে। একটুও দেরি হবে না।

সকলের প্রস্থান।

মহিষীর দ্রুত প্রবেশ সঙ্গে রোহিণী

মহিষী ॥ সুদর্শনা! গেছে চলে। না এ সব বাড়াবাড়ি হচ্চে। কাঞ্চীর উপর স্পর্দ্ধা খাটবে না। আমাকে ভাবনা ধরিয়ে দিলে। রোহিণী, দূতীকে শীঘ্র ফিরিয়ে আন্‌।

রোহিণী ॥ ফিরিয়ে এনে আরো বিপদ ঘটাবে। যতক্ষণ না সুরঙ্গমাকে রাজ্য থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে, ততক্ষণ কিছুতেই সুবিধে হবে না।
৪৩] ওর কাছে ভরসা পেয়েই / রাজকন্যা দুঃসাহসীর মতো ব্যবহার করচেন।

মহিষী ॥ সে কথা ঠিক। ওর সামনে এই কিছু আগে আমারই মন কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কাকে দিয়ে বিদায় করব ওকে?

রোহিণী ॥ নগরপাল আছে তাকে বলে দাওনা মা।

মহিষী ॥ আচ্ছা রোসো মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি গে।

আপাতত দূতীকে আরো দুই একদিন থাকতে বলে দে। ও কি, সুনন্দা কমলিকা সুরোচনা ডালি নিয়ে এই দিকে আস্‌চে। ব্যাপারখানা কি ?

পুরাঙ্গনাদের প্রবেশ

৪৪] *তোদের এসব উদ্যোগ কিসের জন্যে ? /*

সুনন্দা ॥ আমরা বসন্ত উৎসবের আযোজন করচি মহারাণী।

মহিষী ॥ শোনো একবার কথা! আয়োজন তোমাদের করতে হবে কেন ? মহারাজের কেলিসচিবের পরেই তো ব্যবস্থাভার।

কমলিকা ॥ না মহারাণী রাজভাণ্ডারে বসন্তের সাজ নেই। আমাদের যার যা দেবার আছে দিতে হবে।

গান

আন গো তোরা কার কী আছে।
দেবার হাওয়া বইল আজি দিকে দিকে,
এই সুসময় ফুরায় পাছে ॥
কুঞ্জবনের অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য্য হারায় রঙের ঝড়ে,
৪৫] বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে ॥ /
প্রজাপতি রং ভাসালো নীলাম্বরে,
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস পরে।
দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায় জাগো জাগো,
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
রক্ত রঙের জাগল প্রলাপ অশোক গাছে ॥

সুরোচনা ॥ মহারাণী, এই দেখ, বসন্তরাজের উদ্দেশে আমরা যে যা পেরেছি এনেচি। এই দেখ আমার আঁকা ছবি, সুনন্দা মূর্ত্তি গড়ে এনেচে, কমলিকা এনেচে ফুলের গয়না তৈরি করে। কোনো মেয়ে নিয়ে যাবে ঘটে করে গন্ধবারি, কোনো মেয়ে নেবে ডালিতে সাজিয়ে প্রদীপ। তোমাকেও একটা কিছু দিতে হবে মহারাণী।

মহিষী ॥ তোদের এ সব নতুন কালের উৎসব, আমরা এর মানেই বুঝিনে।

কমলিকা ॥ মানে বোঝবার দরকার নেই, তোমাকে তোমার নিজের
৪৬] জিনিষ একটা কিছু দিতে হবে। /

মহিষী ॥ আচ্ছা তবে নে আমার এই সোনার হারখানা।

সুনন্দা ॥ ও তো তোমার নিজের জিনিষ নয় মহারাণী। ও তো স্বর্ণকারের।

মহিষী ॥ ঐ শোনো! যে হার আমার গলায় উঠেচে সে হার আমারি।

সুরোচনা ॥ গাছ যে ফুল আপনি ফুটিয়েছে সেই ফুলই গাছের।

কমলিকা ॥ কুঞ্জবনে আমাদের গানের বেদীতে নিজের হাতে তোমাকে আলপনা এঁকে দিতে হবে। আমরা আর কিছু চাইনে।

মহিষী ॥ রোহিণী, আজকালকার মেয়েদের বুদ্ধি দেখেচ! দিতে গেলুম হার, নিলে না, তার বদলে হাতের আঁকা আলপনা চায়।

রোহিণী ॥ রাজবাড়িতে অবুদ্ধির হাওয়া বইয়ে দিয়েচে কে সে তো
৪৭] তুমি জানই। তবু ওদের মধ্যে এইটুকু / বুদ্ধি বাকি আছে আমার কাছে ওরা পাগলামি করতে আসে না। আমাকে যদি কিছু দিতে হয় তো কথা শুনিয়ে দিতে পারি— হারও নয়, আলপনাও নয়।

কমলিকা ॥ রাজি যখন হয়েচ তবে চল মহারাণী আমাদের সঙ্গে।

মহিষী ॥ এখনি ?

সুরোচনা ॥ হাঁ মহারাণী, এখনি। রোহিণী তোমার সঙ্গে থাকে। কী জানি আবার কখন তোমার মন ফিরে যাবে।

মহিষী ॥ এরা জানেনা, আমার কত ভাবনার কথা আছে— এখন কি খেলা করবার সময় ?

সুনন্দা ॥ তোমার ভাবনা ঘুচিয়ে দিতেই আমরা এসেচি।

মহিষী ॥ তবে চল।

৪৮] সকলের প্রস্থান /

ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুদর্শনা ॥ এই অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্চিনে। তুমি কি এর মধ্যে আছ প্রভু?

রাজা ॥ এই তো আমি আছি।

সুদর্শনা ॥ তোমাকে আমি বরণ করব, সে কি না দেখেই?

রাজা ॥ হাঁ, তোমার ধ্যানের মধ্যে।

সুদর্শনা ॥ সে শক্তি কি আমার আছে? না দেখলে কি আমি পেতে পারি?

রাজা ॥ চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে অন্তরে যদি শুদ্ধ করে না দেখতে পাও।

৪৯] সুদর্শনা ॥ তোমাকে আমি ভুল দেখব, চিনবনা, / এ আমি মনে করতেই পারি নে। আরো তো কত লোকে তোমাকে দেখেচে।

রাজা ॥ তারা ভুল করে মনে করে যে দেখেচে কিন্তু তাতে লাভ কি?

সুদর্শনা ॥ আমাকে ভোলাতে পারে এমন ঐশ্বর্য্য নেই, রূপ নেই, প্রতাপ নেই। কখনো ভুল্‌বনা, কিছুতেই ভুলবনা। তুমি যে সকলের চেয়ে সুন্দর, সকলের চেয়ে প্রবল, সকলের চেয়ে উজ্জ্বল এ কি আমার চোখে ধরা পড়বেনা— আমি কি এতই মূঢ়?

রাজা ॥ যদি তোমার মনের মতো না পাও!

৫০] সুদর্শনা ॥ মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি। /

রাজা ॥ মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে, আগে তাই হোক্।

সুদর্শনা ॥ সত্য বলচি, এই অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে একটুও দেখতে পাচ্চি নে অথচ নিশ্চিত আছ বলে জানচি, এতে এক একবার ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠ্‌চে।

রাজা ॥ প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস নিবিড় হয় না।

সুদর্শনা ॥ এই অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চ?

রাজা ॥ হাঁ পাচ্চি।

সুদর্শনা ॥ কীরকম দেখচ?

রাজা ॥ আমি দেখতে পাচ্চি, যুগযুগান্তরের ধ্যান, লোকলোকান্তরের

আলোক, কোটি কোটি শরৎ বসন্তের ফুল ফল তোমার মধ্যে দেহ
৫১] নিয়েচে— তুমি বহুপুরাতনের নূতন রূপ। /

সুদর্শনা॥ বল, বল, এমনি করে বল। মনে হচ্চে যেন একটি অনাদি কালের গান জন্মজন্মান্তর থেকে শুনে আসচি। তোমার বাণীতে যে অলোক-সুন্দরীকে দেখতে পাচ্চি সে কি আমার মধ্যে, না তোমার মধ্যে?

রাজা॥ আমার হৃদয়ের মধ্যে যে-তুমি আছ সে কি তোমার আজকের এই মূর্ত্তি? সে তুমি কি এখনো প্রকাশ পেয়েচ?

সুদর্শনা॥ সে আমিও অন্ধকারে রয়েচে— সে-আমিকে বিশ্বভুবনে তুমি ছাড়া আর কেউই জানে না। প্রভু, এই যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার; যা আমার উপর ঘুমের মতো, মূর্চ্ছার মতো, মৃত্যুর মতো তোমার দিকে তার কিছুই নেই? তবে এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কী করে? না, না, হবেনা মিলন, হবেনা। এখানে নয়, এখানে নয়, চোখের দেখার জগতে আমি তোমাকে দেখব— সেইখানেই যে
৫২] আমি আছি। /

রাজা॥ আচ্ছা দেখো। কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে। কেউ তোমাকে বলে দেবে না— আর বলে দিলেই বা বিশ্বাস কি।

সুদর্শনা॥ আমি চিনে নেব, চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যেই চিনে নেব। ভুল হবে না।

রাজা॥ বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদশিখরে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখো। সকল লোকের মাঝখানে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমা॥ কী প্রভু।

রাজা॥ বসন্তপূর্ণিমার উৎসব ত এল।

সুরঙ্গমা॥ আমাকে কী কাজ করতে হবে?

রাজা॥ আজ তোমার সাজের দিন, কাজের দিন নয়। পুষ্পবনের আনন্দে যোগ দিতে হবে।

৫৩] সুরঙ্গমা॥ তাই হবে প্রভু। /

রাজা॥ সুদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা॥ কোথায় দেখবেন?

রাজা ॥ যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নার ছায়ায় হবে গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা ॥ সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল, চোখে ধাঁধাঁ লাগবেনা?

রাজা ॥ সুদর্শনার কৌতূহল হয়েচে।

সুরঙ্গমা ॥ কৌতূহলের জিনিষ ত পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যাচ্চে। তুমি কৌতূহলের অতীত।

গান

কোথা, বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।
আজি হৃদয়মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়
৫৪] আহা, আজি সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায়। /
চেয়ে দেখিস্ না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস্ কানে বারতা আনে দখিন বায়!
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।
তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিছ বুঝি পাগলপ্রায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়॥

——— v ———

১ ॥ ওগো শুনচ? রাস্তা কোন্ দিকে?

প্রহরিণী ॥ কে তোমরা? কোথায় যেতে চাও?

২ ॥ আমরা আসচি মথুর গাঁ থেকে, উৎসবের জন্যে মাঙ্গল্যের ডালি নিয়ে আসচি।

প্রহরিণী ॥ এখানে সব রাস্তাই রাস্তা।

৩ ॥ কিন্তু উৎসবটা হচ্চে কোন্‌দিকে?

প্রহরিণী ॥ সব দিকেই।

১ ॥ কী বলে গো! তাহলে যাব কোথায়?

প্রহরিণী ॥ যেখানে মন যায়।

৫৫] ২ ॥ ওর কথা শুনিস্ কেন? ও নিজেই জানেনা তা তোকে বলবে কী? /

৩ ॥ ঐ যে মেয়েরা আসচে গান গেয়ে ওদের সঙ্গ ধরা যাক্।

এক দলের প্রবেশ

গান

· তুমি সুন্দর, যৌবনঘন, রসময় তব মূর্ত্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব, তব অপচয় পরিপূর্ত্তি।

১ ॥ ওগো, গাইয়েরা, আমাদের গ্রামে রাজাধিরাজের নাম ঘোষণা হয়ে গেছে, শুনলুম, উৎসব হবে তাঁকে নিয়ে। কোথায় গিয়ে পূজো দেব তা ঐ মানুষটিকে জিজ্ঞাসা করলুম উনি ত কিছু বলেন না।

ক ॥ আমরা তো পূজা করতে করতেই চলেচি।

২ ॥ এই পথের মধ্যে?

৫৬] খ ॥ হাঁ, পথের আরম্ভেও পূজা, পথের শেষেও। /

গান

নৃত্যগীত কাব্য ছন্দ,
কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ,
মরণহীন চিরনবীন তব মহিমা স্ফূর্ত্তি॥

প্রস্থান।

১ ॥ এ কোন্ দেশে এলুম গো!

২ ॥ এ যেন নিরুদ্দেশের দেশ। রাস্তা কোথায় তারও সন্ধান নেই— ঠিকানা কোথায় তাও চুপ!

৩ ॥ আর দেখলে এদের পূজোর ছিরি! কার যে পূজো তাও পষ্ট করে বলেনা, কেবল যেখানে সেখানে গান গেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে।

১ ॥ সকাল থেকে খুঁজচি, একটা পাণ্ডা নেই পুরুত নেই। কোন্ জাতের মানুষ এরা কেজানে। ছোঁওয়াছুঁয়ির মানা নেই, গা ঘিন্ ঘিন্ করে। রাম বলো!

২ ॥ ঐ শম্ভুর মার পরামর্শ শুনে এই কাণ্ডটা ঘট্‌ল। দেশে গিয়ে প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে। আমার ঠাকুর্দ্দাকে তো জানো— কত বড়ো

৫৭] শুচি মানুষটি ছিলো গো। উনপঞ্চাশ হাত গণ্ডীর / মধ্যে জীবনটা কাটিয়ে দিলো, কোনোদিন এক পা বাইরে নড়লো না। দাহ করবার সময় মাথায় মাথায় ভাবনা— উনপঞ্চাশের ঘের পেরোনো যায় কী করে! শেষকালে পণ্ডিত এসে ঐ উনপঞ্চাশটা উল্টিয়ে ৯৪ করে দিলে— তবে তো ঘরের বাইরে পোড়ানো গেল। এত আঁটাআঁটি! এ কি যে সে দেশ পেয়েচ!

গানের দল নিয়ে সুরঙ্গমার প্রবেশ

৩ ॥ ওগো, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— উৎসবটা হচ্চে কোথায়?

সুরঙ্গমা ॥ এই তো এইখানেই।

১ ॥ একেই বলে তোমাদের রাজাধিরাজের উৎসব।

সুরঙ্গমা ॥ আমরা তো তাই বলি।

২ ॥ আমাদের দেশে সবচেয়ে ছোট সামন্তরাজও যখন রাস্তায় বেরোয় তখন এর চেয়ে বেশি ঘটা হয়।

৫৮] সুরঙ্গমা ॥ নইলে তাকে চিন্‌বে কে? নিজেকে না চেনাতে পারলে / সে যে বঞ্চিত।

৩ ॥ আর তোমরা যাঁর কথা বলচ?

সুরঙ্গমা ॥ তাঁকে না চিনতে পারলে আমরাই বঞ্চিত।

১ ॥ চেনবার উপায়টা কী করেচ?

সুরঙ্গমা ॥ তাঁর সঙ্গে সুর মেলাচ্চি। এই যে দখিন হাওয়া দিয়েচে, আমের বোল ধরেচে, সমান সুরে সাড়া দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে জানাজানি হয়, দুয়ার খুলে যায়, আলোয় মন ভরে ওঠে।

২ ॥ তোমাদের কর্ত্তারা ঢাকঢোল বাজনাবাদ্যির কোনো বরাদ্দ রাখেন নি কেন?

সুরঙ্গমা ॥ সে কি হয়? বায়না দিয়ে ভাড়া করা সমারোহ? তোমরা আমরা আছি কী করতে? ধর না ভাই গান।

গান

দখিন দুয়ার খোলা,
এস হে, এস হে, এস হে—
৫৯] আমার বসন্ত এস। ইত্যাদি /

সুরঙ্গমা ॥ পূব দুয়ারটা হোলো, চলো এবার ঐ পশ্চিম দুয়ারটার দিকে।

সুরঙ্গমা ও গায়কদলের প্রস্থান।

১ ॥ কিছু বুঝলি ?

২ ॥ কিচ্ছুনা।

৩ ॥ কিন্তু চলো ভাই, ওদের সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া যাক।

১ ॥ আমার যেন মনে হচ্চে—

২ ॥ কী মনে হচ্চে ?

১ ॥ আমার গোবিন্দর ছেলে যেদিন তার কচি দাঁতের ভিতর দিয়ে আমাকে প্রথম পিসি বলে ডাকলে, আমার মনের ভিতর হঠাৎ সেইরকম সুরটা যেন লাগচে।

প্রস্থান

একদল পুরাঙ্গনার প্রবেশ—

১॥ সুরঙ্গমার কথা শুনে ঠকেচি ভাই। ও যে কী রাজাধিরাজের কথা বলে তার কোনো লক্ষণ এখনো দেখা গেলনা।

২ ॥ সে দেখা দেবেনা, সে জন্যে ভাবিস্ নে।

৩ ॥ কেন আমরা তো এখানকার রাজবাড়ির লোক, আমরা কি দেখা
৬০] দেবার যুগ্যি নই ? /

২ ॥ নির্ব্বোধের মতো কথা কোস্ কেন, রঙ্গিনী ? যে মানুষ দেখা দেবার যোগ্য সে নিজের গরজেই দেখা দেয়, নিশেন উড়িয়ে বাদ্যি বাজিয়ে। সে কি এমন লুকোচুরি করে বেড়ায় ?

৩ ॥ এ আবার তোর কেমন কথা হোলো ?

২ ॥ রোহিণী ঠিক বুঝেচে। সে বলে ওকে দেখতে বিকট, তাই কাউকে দেখা দিতে চায় না। সুরঙ্গমাকে আজ আমি পষ্ট করেই শুধিয়েছিলেম, সে তো ভালো করে জবাব দিতে পারলে না। সে ঘুরিয়ে বল্‌লে নিজের বাঁকা আয়নাতে যে তাকে দেখে সে কুশ্রীই দেখে। আচ্ছা সেয়ানা মেয়ে, শেষকালে ও আয়নার দোষ দিতে চায়।

৩॥ ভাই তুই চুপ কর্। কাজ কি এ সব কথা নিয়ে ? কী জানি যদি অপরাধ হয়।

১ ॥ ঐ যে রোহিণী ঠাকরুণ স্বয়ং আসচেন। রোহিণী দিদি, এ কী হোলো।

কোথা থেকে সুরঙ্গমা এবারে এক রাজাধিরাজের গুজব রটিয়ে দিলে বলে' আমরা বসন্তরাজের মূর্ত্তি গড়ি নি। এখন দেখি, সব যে ফাঁকা!

রোহিণী॥ তা হবেনা! ওর যে ঐ ব্যবসা! নইলে ওকে মানবে কেন? আকাশের দিকে আঙুল তুলে ও কেবল বলে, ঐ দেখ, ঐ দেখ,
৬১] যারা বোকা, তারা বলে, হাঁ হাঁ, দেখ্‌লুম বটে! / আমি কিন্তু গোড়া থেকেই ঠকিনি, সে কথা তোদের মান্‌তে হবে। তোদের সকলেরই মন দেখেচি টলমল করেচে।

৩॥ তা সত্যি কথা বলি, সুরঙ্গমা যখন গান ধরে তখন পষ্ট মনে হয় কি একটা পেলুম, আমার তো ভাই চোখ জলে ভেসে যায়।

রোহিণী॥ ওটা তোর চোখের ব্যামো। তোর মতো ব্যামোওয়ালা মন না পেলে সুরঙ্গমার ব্যবসা জমত না।

১॥ রোহিণী দিদি, আগাগোড়াই কি ফাঁকি হবে? একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে নইলে এত লোকের মন ভুলবে কী নিয়ে?

রোহিণী॥ আকাশে কি মেঘ জমে না, তাই বলে আকাশটাকে কি তোর বাড়ির ছাদের সমান করে দেখবি? মেঘটা যেমন সবই ধোঁয়া, আকাশটা তেমনি সবই শূন্য।

৩॥ তোমার মনের খুব জোর আছে, তাই তুমি এমন করে বলতে পার। এ সব কথা আমাদের মুখে বেধে যায়।

৬২] ২॥ ঐ দেখ, দিদি, ও দিকে কী একটা কাণ্ড হচ্চে। /

রোহিণী॥ তাই তো ধ্বজা উড়চে যেন। কে এল বুঝতে পারচিনে ত।

১॥ ঐ শুনচ কলরব, রাজাধিরাজ মহারাজ!

রোহিণী॥ এ কী হল? তবে সব সত্যি না কি? ঠকলুম না তো!

২॥ ঐ দেখ ধ্বজায় কিংশুক ফুল লাল টকটক করচে।

রোহিণী॥ অন্তত ধ্বজাটা সত্যি সে কথা মানতেই হবে।

৩॥ ঐ যে বেরিয়েচেন, বেরিয়েচেন, রথের উপর মুকুট ঝলমল্‌ করচে।

১॥ আহা, আহা, কী সুন্দর রূপ গো, চক্ষু সার্থক হোলো। আমরা আর একটু এগিয়ে দেখে আসিগে— চল্‌ ভাই ঐ দিকে।

তিনজনের প্রস্থান।

সুদর্শনার দ্রুত প্রবেশ

সুদর্শনা ॥ ওলো রোহিণী, দেখেচি, দেখেচি, তোদের সবার আগে দেখেচি— আমার প্রাসাদের উপর থেকে।

রোহিণী ॥ কাকে দেখেচ রাজকুমারী ?

সুদর্শনা ॥ ঐ যে আমার রাজাধিরাজকে, ঐ দেখ না চেয়ে।

রোহিণী ॥ দেখেচি। তোমার ভাগ্য ভালো।

৬৩] সুদর্শনা ॥ রোহিণী তবে সেদিন তোমরা যে বড়ো মনে মনে হেসেছিলে। /

রোহিণী ॥ ফিরিয়ে নিলুম সে হাসি, আজ তোমারই হাসবার দিন এল। কিন্তু রাজকুমারী একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যাবে কী করে ? এখনো তো জানতে পারা গেল না উনি কে ?

সুদর্শনা ॥ তোমাদের সংশয় তো থাকবেই। ওঁকে জানবার যোগ্যতা যে উনি আমাকেই দিয়েচেন। আমার কি জিজ্ঞাসা করবার দরকার হবে মনে করো ? ওখানে পুরুষের জনতা যদি না থাকত, তবে এখনি ছুটে গিয়ে বলতুম আমি তোমাকে চিনেচি, আমার কাছ থেকে লুকোতে পারো নি। রোহিণী, তোমাদের মন থেকে সন্দেহ কিছুতেই ঘুচতে চায় না— কী দুর্ভাগ্য তোমাদের !

রোহিণী ॥ আমাদের যে সাহস অল্প তাই ভয় হয় কী জানি যদি ভুল করি তবে অপরাধ হবে।

সুদর্শনা ॥ আহা যদি সুরঙ্গমা থাকত !

রোহিণী ॥ সুরঙ্গমাই আমাদের চেয়ে সেয়ানা হল বুঝি ?

সুদর্শনা ॥ তা যা বলো সে তাঁকে ঠিকমতো চেনে।

৬৪] রোহিণী ॥ মানবনা ও কথা। চেনবার ভাণ করে। / আমি নিশ্চয় বলচি তুমি তোমার রাজাকে আপনিই চিনে নিয়েছ এটা সুরঙ্গমার ভালোই লাগবেনা।

সুদর্শনা ॥ না কখনো না— সুরঙ্গমা খুসি হবে সন্দেহ নেই।

রোহিণী ॥ চিনিয়ে দেবার গুরু উনি কিনা, তাই তোমার উপর গুরুগিরি করে হয় তো বা বলেই বসবেন যে তুমি ভুল করচ।

সুদর্শনা ॥ আমার চেয়ে সুরঙ্গমা যে বেশি চেনে এ কথা আজ আমি

আর স্বীকার করবই না, আমার সেদিন গেছে।— আমার অধিকার তার চেয়ে বেশি।

পূর্ব্বতন দলের প্রবেশ

১॥ তবে যে তোমরা কে বলেছিলে রাজাকে দেখা যাবেনা। আমরা তো ফিরেই যাচ্ছিলুম, ভাগ্যে রয়ে গেছি। ঐ বটে তো যাঁর নামে আজ মেলা?

সুদর্শনা॥ হাঁ ঐ তো তিনি।

২॥ আহা রাজার মতো রাজা বটে— কী রূপ!

৩॥ যেন ননীর পুতুল গো— ইচ্ছে করে বুক দিয়ে ঢেকে রাখি।

৬৫] ১॥ আহা কী চিকন বরণ, কী টানা চোখ, কী মৃদু মন্দ মধুর হাসি! /

১॥ হায় হায় মুখে যে ওর রোদ্‌দুর লাগ্‌চে, চল্‌ ভাই, আঁচল দিয়ে বাতাস করিগে।

২॥ চল্‌ ভাই আমরা যাই ঐ রথের সামনের দিকে— ভিড়ে মিশিয়ে থাকলে রাজার চোখে পড়ব না।

তিনজনের প্রস্থান

সুদর্শনা॥ রাজার মেয়ে যদি না হতুম রোহিণী! এদের মতো ভিড় ঠেলে একেবারে যদি ওঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম— ওঁর ঐ রথের উপরে, বিশ্ব সুদ্ধ সকলের চোখের সাম্‌নে— লোকেরা ঈর্ষায় মরে যেত।

রোহিণী॥ তুমি একখানা পত্র দাও, রাজকুমারী, কাউকে ওঁর কাছে ওঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

সুদর্শনা॥ না না, পত্র দিতে হবে না, তুমি নিজে নিয়ে যাও, আমার কবরী থেকে খসিয়ে এই একটি মাধবীর মঞ্জরী দিলুম, উনি সব কথা বুঝে নেবেন ইঙ্গিতে।

রোহিণীর প্রস্থান

আমার মন আজ এমনি চঞ্চল হয়েচে এমন তো কোনো দিন হয় না। এই পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো চারদিকে উপচিয়ে পড়চে,
৬৬] আমাকে যেন মাতাল করে তুল্‌ল। প্রতিহারী! /

প্রতিহারী ॥ কী রাজকুমারী !

সুদর্শনা ॥ ঐ যে আম্রবীথিকার ভিতর দিয়ে উৎসবদূতীরা আজ গান গেয়ে বেড়াচ্চে ওদের ডেকে নিয়ে আয় একটু গান শুনি।

প্রতিহারীর প্রস্থান

ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার এই চঞ্চলতার উপরে তুমি যেন কেবলি কটাক্ষপাত করচ। তোমার স্মিত কৌতুকে আকাশ ভরে গেল, কোথাও আমার লুকোবার জায়গা রইলনা। আমি কেমন আপনার দিকে চেয়ে লজ্জা পাচ্চি। ভয় লজ্জা সুখ দুঃখ সব মিলে আমার বুকের মধ্যে নৃত্য করচে। শরীরের রক্ত নাচচে, চারদিকের জগৎ নাচচে, সমস্ত ঝাপ্‌সা ঠেক্‌চে।

গানের দলের প্রবেশ

আমার সমস্ত শরীর মন আজ গান গাইতে চাচ্চে অথচ কণ্ঠে সুর আসচেনা। তোমরা আমার হয়ে একটা গান ধর।

গান

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে। ইত্যাদি।

সুদর্শনা ॥ হয়েচে, হয়েচে, আর না— আমার চোখ জলে ভরে এল। আমার মনে হচ্চে যা পাবার জিনিষ তাকে হাতে পাবার জো নেই,—
৬৭] তাকে হাতে পাবার / দরকার নেই। খোঁজার মধ্যেই পাওয়া।

গানের দলের প্রস্থান

রোহিণীর প্রবেশ

সুদর্শনা ॥ ভালো করিনি। রোহিণী, ভালো করিনি। এইমাত্র হঠাৎ বুঝতে পেরেচি যা সব চেয়ে বড়ো পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়, তেমনি যা সব চেয়ে বড়ো দেওয়া তা হাতে করে দেওয়া নয়। বল্ কী হল।

রোহিণী ॥ আমি তো তাঁর হাতে ফুল দিলুম, তিনি হতবুদ্ধির মতো চুপ করে রইলেন। কিছুই যে বুঝলেন এমন তো মনে হল না।

সুদর্শনা ॥ বলিস্ কী ! বুঝতে পারলেমনা !

রোহিণী ॥ যেন পুতুলটির মতো একেবারে স্তব্ধ ।

সুদর্শনা ॥ ছি ছি আমার যেমন প্রগল্‌ভতা তেমনি শাস্তি হয়েচে । তুই
৬৮] আমার ফুল ফিরিয়ে আনলিনে কেন ? /

রোহিণী ॥ ফিরিয়ে আনব কী করে ? তাঁর সঙ্গে এখানকারই নবলকিশোর ছিল বোধ হয় বুদ্ধি জোগাবার জন্যে । সে আমাকে চেনে । সে বল্‌লে, প্রভু, যাঁর চিন্তায় অন্যমনস্ক আছেন, সেই রাজকুমারী বসন্তরাজের পূজার পুষ্পে আপনার অভ্যর্থনা করচেন । শুনে তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন, কী বল্‌বেন ভেবে পেলেননা । নবলকিশোর তাঁর গলা থেকে এই মুক্তার মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে বল্‌লেন— সখি, তুমি যে সৌভাগ্য বহন করে এনেচ তার কাছে পরাভব স্বীকার করে মহারাজের কণ্ঠের মালা তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করচে ।

সুদর্শনা ॥ আজকের পূর্ণিমা আমারই অপমানে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল । যাও তুমি যাও আমি একটু একলা থাকতে চাই ।

রোহিণীর প্রস্থান

আজ এমন করে দর্প চূর্ণ হয়েচে তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফিরিয়ে নিতে পারচিনে । অভিমান আর রইলনা, রইল না । ইচ্ছে করচে ঐ মালাটা রোহিণীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিই । কিন্তু ও কী মনে করবে ! রোহিণী !

রোহিণী (প্রবেশ করিয়া) ॥ কী মহারাণী ।

৬৯] সুদর্শনা ॥ আজকের ব্যাপারে তুমি কি পুরস্কার পাবার যোগ্য ? /

রোহিণী ॥ তোমার কাছে না— কিন্তু যিনি দিয়েচেন তাঁর কাছে বটে ।

সুদর্শনা ॥ ওকে দেওয়া বলেনা— ও তো জোর করে নেওয়া ।

রোহিণী ॥ তবু রাজকণ্ঠের অনাদরের মালাকেও অনাদর করি এমন স্পর্দ্ধা আমার নয় ।

সুদর্শনা ॥ না, না, এই অবজ্ঞার মালা খুলে দাও । ওর বদলে আমার হাতের এই কঙ্কণটা তোমাকে দিলুম । এই নিয়ে যাও ।

রোহিণীর প্রস্থান

হার হোলো, আমার হার হোলো। এ মালা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু পারলুম না। এ যে কাঁটার মতো আমার আঙুলে বিঁধচে তবু ছাড়তে পারলুমনা। আজ উৎসব দেবতার হাত থেকে পেলুম এই অবজ্ঞার মালা! রোহিণী, শুনে যাও!

রোহিণী ॥ কী রাজকুমারী ?

সুদর্শনা ॥ তুমি এর আসল কথাটা কিছুই বুঝতে পারোনি।

রোহিণী ॥ পারি নি, সে কথা মানতে হোলো।

সুদর্শনা ॥ এ সমস্তই তাঁর ছল। আমি তাঁকে চিন্‌তে পেরেছি, তবু
৭০] আমাকে ভোলাতে চেয়েচেন। যেন তিনি আর কেউ, / যেন তিনি আমাকে জানেননা। কিন্তু অমন করে আমাকে ঠকাতে পারবেন না।

রোহিণী ॥ এইবার ধরতে পেরেচ রাজকুমারী। তিনি ঠকাতেই বেরিয়েচেন তাতে একটুও ভুল নেই। মনে হোলো যেন ছদ্মবেশ— এমন কি একবার বোধ হয়েছিল মুখে যেন মুখোষ পরেচেন।

সুদর্শনা ॥ ঐ দেখ রোহিণী, ও দিকের মানুষরা কীরকম চঞ্চল হয়ে উঠেচে। কী একটা খবর পেয়েচে বোধ হয়।

একদলের প্রবেশ

কী গো! তোমরা কি উৎসব ছেড়ে চলে যাচ্চ ?

১ ॥ একটা গুজব শোনা গেল, কাঞ্চীরাজের সৈন্য নদীর ও পারে বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

সুদর্শনা ॥ হতেই পারে না। মহারাজের সভায় এই তো সেদিন তিনি দূত পাঠিয়েচেন।

২ ॥ কে যে বল্‌লে সঙ্গে সঙ্গে তিনিও এসেছিলেন, এখনো আছেন গোপনে। তিনি মনে মনে নিশ্চয় জেনেছিলেন তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে কারও সাহস হবেনা। রাজকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্যে ময়ূরপংখী প্রস্তুত আছে। এবারকার বসন্ত উৎসবে একটা কী কাণ্ড হবে দেখচি।
৭১] আশা করে এসেছিলেম রাজকন্যাকেও দেখে / কিন্তু ভালো ঠেকচে না, আমরা চল্লুম।

প্রস্থান

রোহিণী ॥ রাজকুমারী, আর নয়, এ খেলা ছাড়ো এবার।

সুদর্শনা ॥ যখন সংশয়ের কারণ ছিল তখনো মনে মনে আঁকড়ে ছিলুম, আর আজ যখন সবই স্পষ্ট হয়েচে তখন এঁকে খেলা বলিস্ কোন্ মুখে! আমি ওঁকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পথে বেরিয়ে যাব— এ রাজ্যে তাহলে যুদ্ধের ভয় থাক্‌বেনা।

রোহিণী ॥ কিন্তু রাজকুমারী তোমার মুখ যে দেখি বিবর্ণ, মুখে যাই বলো, মনে তোমার ভয় লেগেছে। এতদিন তো তোমার এ ভাব কখনো দেখি নি।

সুদর্শনা ॥ না, না, ভয় করবনা, কিছুতেই না। আমার মতো ভাগ্য কারো না, আমি ভয় করব কেন? রোহিণী প্রতিহারীকে বলো যেখানে পায়, সুরঙ্গমাকে যেন ডেকে আনে।

রোহিণীর প্রস্থান ও প্রবেশ।

শোনো শোনো উৎসবদূতীরা, একটা গান শুনিয়ে যাওগো, নইলে আমার মনের কুয়াশা কাট্‌চেনা।

গানের দলের প্রবেশ।

গান করো, গান করো। নাচো আর গাও, আমার মনের হাওয়া শোধন
৭২⌋ হোক্।/

গান

আমি সকল নিয়ে বসে আছি
সর্ব্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।
যে জন দেয়না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায় ॥

সুদর্শনা ॥ দাও, দাও উৎসাহ দাও, আমি সর্ব্বনাশের উৎসাহ চাই। আমি কিছুতে ফিরিনে যেন। তোমাদের গান শুনে মন টেনে ফেলে

দিতে চায় আমার সকল মর্য্যাদা। ঝরনা যেমন পাহাড়ের উচ্চ শিখর থেকে উদ্দাম হয়ে নেমে আসে মাটিতে, নেচে চলে যায় নিরুদ্দেশ হয়ে, তেমনি আমার আজ ইচ্ছে হচ্চে। একটা মিথ্যে খোলষের মধ্যে আছি, সেটাকে ভেঙে চুরমার করি কী করে! তোমরা আমার হয়ে নাচো, আমার অন্তর বাহির, আমার সমস্ত ভুবন দুলে উঠুক, আমার উন্মাদিনী প্রাণের ধারা ঢেউ খেলিয়ে যাক্ অতলের দিকে, অকূলের দিকে।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থই থই, তাতা থই থই। ইত্যাদি।

১৩] প্রস্থান। /

সুদর্শনা॥ রোহিণী ঐ যে রথ এই দিকে ফিরে এল। আবার তাঁকে দেখা যাচ্চে। চারদিকে কী ভীড়ই জমেচে— জয় জয় শব্দের ঝড় উঠ্‌ল ওঁর চারদিকে। সবার কাছেই ধরা পড়েচেন কেবল যে আমার কাছে তা নয়। কিন্তু এরা কেউ জানেনা, সব প্রথমে আমিই ওঁকে চিনে নিয়েচি, ঐ ভিড়ের মধ্যে একজনো নেই যে আমার চেয়ে তাঁর আপন। রোহিণী এখন তোর কী মনে হচ্চে ঠিক করে বল্।

রোহিণী॥ এত হাজার হাজার লোক ওঁকে আজ স্তব করচে এতে কি আর সন্দেহ মনে টিঁকতে পারে!

সুদর্শনা॥ দুর্ব্বলবিশ্বাসী, এই হাজার হাজার লোকের জন্যে তোরা অপেক্ষা করে ছিলি, কিন্তু আমার তো বিলম্ব হয় নি।

রোহিণী॥ অমন কথা বোলোনা রাজকুমারী। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝেছিলুম তোমার চোখ ভুলেছিল কিন্তু তোমার মনের ভিতরে ভিতরে একটা কী আশঙ্কা ছিল। আজ ঐ হাজার লোকের উৎসাহেই তুমি বল পাচ্চ। ঐ যে সুরঙ্গমা আসচে। আমি বলে রেখে দিলুম, ও তোমার মন ভাঙিয়ে দেবে। ওর পরামর্শ না নিয়েই তুমি নিজের
১৪] মনকে নিজে বিশ্বাস / করেচ তোমার এ অপরাধ ও ক্ষমা করবেনা।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা, রথের উপর ঐ দেখচ ! ওঁকে তুমি চেন ?

সুরঙ্গমা ॥ চিনি বই কি !

সুদর্শনা ॥ শুন্‌লে তো রোহিণী, তুমি ভেবেছিলে সুরঙ্গমা ওকে মানবেই না। সুরঙ্গমা, এবার তোমার রাজাকে বোলো সুদর্শনারই জিৎ হয়েচে। প্রাসাদের শিখর থেকে প্রথম দেখবামাত্র আমি বলেছিলুম এই তো আমার রাজাধিরাজ !

সুরঙ্গমা ॥ রাজকুমারী, এ কি প্রলাপ বল্‌চ তুমি ?

সুদর্শনা ॥ কেন ?

সুরঙ্গমা ॥ ও যে কাঞ্চীরাজের বিদূষক, ওর নাম সুবর্ণ। তিনি তোমাকে বিদ্রূপ আর উৎসবকে অপমানিত করবার জন্যে ওকে সাজিয়ে এখানে পাঠিয়েচেন। সুন্দর দেখতে বলে দলে দলে সবাই ওর স্তব করচে আর কাঞ্চীরাজ পিছনে থেকে হাসচেন।

সুদর্শনা ॥ কখনো না, কিছুতেই না, আমি তোমার কথা শুনবনা।

৭৫] রোহিণী ॥ রাজকুমারী, আর কাউকে না হোক্, এবার সুরঙ্গমাকে / চিনতে পারবে।

সুদর্শনা ॥ আমি কখনো ভুল করতে পারিনে। মিথ্যা হলে আমার মন কখনই এমন করে মুগ্ধ হত না। আমার অন্তরের মধ্যে কী রকম করচে সে তুমি জানবেনা কিন্তু উনি নিশ্চয় বুঝবেন। ওঁর গলার এই মালা যে আছে আমার কণ্ঠে— দেখ না, এ কত সত্য, কত সুন্দর ! এ কি শুধু মুখের কথা !

রোহিণী ॥ আচ্ছা সুরঙ্গমা যদি ওঁকে এতই চেনে তবে আনুক না এখানে কথাবার্ত্তা তোমার সামনেই হয়ে যাক্।

সুরঙ্গমা ॥ এ অংশ যে অন্তঃপুরের উদ্যান, প্রাচীরে ঘেরা, এখানে আন্‌ব কী করে। তুমি কোথায় আছ ওরা তো সেই সন্ধানেই এত ছল করে লোক ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। এই নগরের কেউ কেউ ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে অর্থের লোভে।

রোহিণী ॥ যার বল আছে সে ছল করবে কেন ?

সুরঙ্গমা ॥ মনে ভয় আছে রাজকুমারী পাছে পালিয়ে গিয়ে সব ব্যর্থ করে দেন।

সুদর্শনা ॥ থামো, থামো। তোমার ও সব কথা আমি একটুও শুন্‌তে
১৬] চাই নে। কাঞ্চীরাজের বিদূষক! / আমাকে এত বড়ো অপমান করতে
চাও! এর জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। যাও যাও এখান থেকে,
এখনি চলে যাও, আমাকে আর মুখ দেখিয়ো না।

সুরঙ্গমার প্রস্থান।

রোহিণী, সুরঙ্গমা আগাগোড়া সমস্ত বানিয়েচে, সব মিথ্যে। তুমি কী বলো!

রোহিণী ॥ মিথ্যে না তো কী? ওকে তোমরা বেশি বিশ্বাস করো বলে প্রশ্রয় পেয়ে গেছে।

সুদর্শনা ॥ আমার মনটাকে মিছিমিছি দোলায়িত করে দিয়ে গেল।

রোহিণী ॥ ভয়-দেখানে কথার দোষই ঐ, মিথ্যা বলে জানলেও ভয় ঘোচেনা। ভালো কথাকে অবিশ্বাস করা সহজ, কিন্তু মন্দ কথার জোর বেশি। সত্যি কথা বলি রাজকুমারী আমারো মনটাকে উদ্বিগ্ন করে দিয়ে গেল।

সুদর্শনা ॥ না না অমন করে বোলো না। আমার এখন মনের জোর
চাই— আমার বিশ্বাসকে একটুও নাড়া দিয়ো না। কোনো ভয় নেই,
১৭] কিছু ভয় নেই। /

রোহিণী ॥ আমার একটা কথা মনে পড়চে, দুদিন আগে দেখেচি একজন বিদেশী মেয়ে রাজবাড়ির কিঙ্করীদের মহলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আজ মনে হচ্চে তার অভিসন্ধি হয় তো ভালো ছিল না।

সুদর্শনা ॥ চুপ কর চুপ কর, একবার সন্দেহ মনে উঠ্‌লে তার মিথ্যে সাক্ষীর অভাব ঘটে না। না, না, কাঞ্চীরাজের বিদূষক! ছি, ছি! এমন কথা মুখে আন্‌তে পারল?

রোহিণী ॥ সুরঙ্গমা জানে, এমন কথা সাহস করে বলতে পারলে তাকে বিশ্বাস না করা শক্ত হয়ে ওঠে তা সে যত অসম্ভব হোক্। তা তোমার কাছে লুকিয়ে কী হবে, আমার মনটা কিন্তু বিকল হয়েচে। আমার কেবল মনে হচ্চে ঐ দিকে যেন পায়ের শব্দ শুনচি,— তুমি কি শুন্‌তে পাচ্চো

না ? ঐ প্রাচীরের বাইরে ! আমার কেমন মনে হচ্চে কারা অন্তঃপুরের বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়েচে ! তোমার সাহস আছে, বিশ্বাস আছে, আমি কিন্তু পালাই। তোমার কাছটাতেই বিপদ ঘুরচে !

৭৮] প্রস্থান।/

সুদর্শনা ॥ সুরঙ্গমা ! সুরঙ্গমা ! সে চলে গেছে। কে আছে ওখানে !

কিঙ্করীর প্রবেশ

কিঙ্করী ॥ রাজকুমারী, বিপদ ঘটেচে।

সুদর্শনা ॥ কী হয়েচে !

কিঙ্করী ॥ তোমাকে অন্তঃপুর থেকে বের করবে বলে কারা তোমার এই মহলের দিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েচে — কিন্তু আগুন দেখতে দেখ্‌তে চারদিক বেড়ে ফেল্লে যে। বেরবার পথ খুঁজে পাচ্চি নে।

সুদর্শনা ॥ তাই তো ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল সব। হায়রে আমার ঐ পোষা হরিণটা লাফিয়ে বেড়াচ্চে ! ওকে বাঁচাবে কে ? কে এই অন্যায় কাজ করলে লবঙ্গিকা ?

কিঙ্করী ॥ ঐ যে মানুষটা রথে চড়ে রাজা সেজে বেড়াচ্চে। তোমার মহলে আগুন দিতে গিয়ে এখন আগুন চারদিকেই ছড়িয়ে পড়েচে—
৭৯] সেও তার মধ্যে আটকা পড়ল— বেরবার পথ পাচ্চে না।/

নেপথ্যে ॥ রক্ষা কর, রক্ষা কর।

কিঙ্করী ॥ ঐ যে সে আর্ত্তনাদ করচে।

সুদর্শনা ॥ আহা ওকে অমন করে পুড়ে মরতে দেবে ?

কিঙ্করী ॥ ও দিকে যেয়ো না, যেয়োনা ! দেখচ না কোথাও আগুনে ফাঁক নেই। ওর মধ্যে প্রবেশ করবে কী করে ? ওখানে তোমার নিজেরও রক্ষা নেই, অন্যকেও রক্ষা করতে পারবেনা।

সুদর্শনা ॥ ওরি মধ্যে আমি প্রবেশ করব। এ আমারি মরবার আগুন।

প্রস্থান।

অন্ধকার হয়ে গেল—

রাজা ॥ ভয় নেই তোমার ভয় নেই!

সুদর্শনা ॥ ভয় নেই কিন্তু লজ্জা! সে যে আগুন হয়ে আমাকে ঘিরে রইল।

৮০] রাজা ॥ এ দাহ মিটতে সময় লাগবে। /

সুদর্শনা ॥ কোনোদিন মিটবেনা। কোনোদিন না!

রাজা ॥ হতাশ হোয়োনা।

সুদর্শনা ॥ তোমার কাছে মিথ্যা বলবনা। আর একজনকে আমি মালা × দিয়েছি গলায় পরেছি।

রাজা ॥ সে তো আমার ঘর থেকেই চুরি করা মালা।

সুদর্শনা ॥ কিন্তু তারি হাতের দেওয়া যে। আগুন ঘিরে এল একবার মনে হোলো আগুনে ফেলে দিই— পারলুমনা। পাপিষ্ঠ মন বল্‌লে ঐ হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব। তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম!

রাজা ॥ আমাকে কি দেখ্‌লে?

সুদর্শনা ॥ সর্ব্বনাশের মূর্ত্তিতে দেখা! ভয়ানক সে ভয়ানক, কালো, কালো! তোমার ললাটে আগুনের আভা! ধূমকেতু যে আকাশে ৮১] উঠেচে সেই আকাশের / কালো। ঝড়ের মেঘের মতো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো।

রাজা ॥ ধীরে ধীরে যদি মন প্রস্তুত করতে তাহলে আমাকে বিপদ বলে পালাতে চাইতে না।

সুদর্শনা ॥ পাপ এসে সমস্ত ভেঙে দিলে— এখন আর ঠিকমত পরিচয় হবে কী করে?

রাজা ॥ হবে পরিচয়।

সুদর্শনা ॥ হবে না, হবে না। আমার প্রেম মুখ ফিরিয়েচে। রূপের নেশা লেগেচে আমাকে। আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিল। এই তো সব কথা বল্‌লুম— এখন আমাকে শাস্তি দাও।

রাজা ॥ শাস্তি তোমার নিজের মধ্যেই চল্‌চে।

৮২] সুদর্শনা ॥ কিন্তু তুমি যদি আমাকে না ত্যাগ করো/ / আমি তোমাকে

ত্যাগ করব।

রাজা॥ চেষ্টা করে দেখ।

সুদর্শনা॥ চেষ্টা করতে হবেনা। তোমাকে আমি সইতে পারচিনে। ভিতরে ভিতরে রাগ হচ্চে। কেন তুমি আমাকে— জানিনে আমাকে কী করেচ। কেন তুমি এমনতরো? আমি যাকে ভালোবেসেচি সে ফুলের মতো সুন্দর, চাঁদের আলোর [মতো] মধুর।

রাজা॥ মরীচিকার মতো মিথ্যা, বুদ্‌বুদের মতো সুন্দর।

সুদর্শনা॥ তা হোক্ আমি পারচিনে। তোমার কাছে দাঁড়াতে পারচিনে। তোমার সঙ্গে মিলন মিথ্যা হবে, আমার মন অন্য দিকে যাবে।

৮৩] রাজা॥ একটু চেষ্টা করবে না? /

সুদর্শনা॥ যত চেষ্টা করচি আমার মন তত বেশি বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌চে। আমি অশুচি, তোমার কাছে থাকলে এই আত্মগ্লানি আমাকে অস্থির করবে।

রাজা॥ আচ্ছা যতদূর পারো দূরে চলে যাও।

সুদর্শনা॥ অমন করে ছেড়ে দাও কেন? কেশের গুচ্ছ ধরে আমাকে টেনে রেখে দাও না। আমাকে মারো, মারো আমাকে। আমাকে কিছু বলচনা সে আরো অসহ্য হচ্চে।

রাজা॥ কিছু বলচি নে কে বল্‌লে তোমাকে?

সুদর্শনা॥ অমন করে নয়, অমন করে নয়— চীৎকার করে, গর্জ্জন করে— আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে। এত সহজে আমাকে ছেড়ে দিয়োনা, যেতে দিয়োনা।

রাজা॥ ছেড়ে দেব কিন্তু যেতে দেব কেন?

৮৪] সুদর্শনা॥ যেতে দেবেনা? আমি যাবই। /

রাজা॥ আচ্ছা যাও।

সুদর্শনা॥ দেখো, তাহলে আমার দোষ নেই। আমাকে জোর করে ধরে রাখতে পারতে। রাখলে না। আমাকে বাঁধলে না। আমি চল্লুম। তোমার প্রহরীদের বলনা, আমাকে ঠেকাক্।

রাজা॥ কেউ ঠেকাবেনা। ছিন্ন মেঘ ঝড়ের মুখে যেমন চলে যায় তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা ॥ ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠ্‌চে— এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়ত ডুবব, কিন্তু আর ফিরব না।

প্রস্থান

পুনঃ প্রবেশ করিয়া

রাজা রাজা।

সুরঙ্গমা ॥ তিনি চলে গেছেন।

সুদর্শন[া] ॥ চলে গেচেন? আচ্ছা বেশ। তাহলে আমাকে ছেড়েই
৮৫] দিলেন। আমি ফিরে এলুম তিনি অপেক্ষা করলেন না। ভালোই হল—/ আমি মুক্ত। সুরঙ্গমা, আমাকে ধরে রাখবার জন্যে তিনি তোমাকে কিছু বলেচেন?

সুরঙ্গমা ॥ না, কিছুই বলেন নি।

সুদর্শনা ॥ আচ্ছা ভালো—আমি মুক্ত।

সুরঙ্গমা ॥ কী করতে চাও তুমি?

সুদর্শনা ॥ এখন কিছুই জিজ্ঞাসা করোনা-- কিছুই ভেবে পাচ্চিনে।

পৃ ৮৫। ছ ১০০৭, 'দিয়েছি' কাটা, অথচ আগের ছত্রে 'একজনকে' স্থলে করা হয় নি একজনের /

। খণ্ডিত ।

অরূপরতন : মুদ্রণ-প্রতি

[৫]

স্বরঙ্গমা ।। প্রভু একটা কথা আছে।

নেপথ্যে ।। কী বলো।

রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়, তাকে কি দয়া করবেনা ?

নেপথ্যে ।। সে কি আমাকে চেনে ?

না প্রভু, সে তোমাকে চিন্‌তে চায়। তুমি তাকে নিজেই চিনিয়ে দেবে, নইলে তার সাধ্য কী।

অনেক বাধা আছে।

তাই তো তাকে কৃপা করতে হবে।

বহু দুঃখে যে আবরণ দূর হয়।

সেই দুঃখই তাকে দিয়ো, তাকে দিয়ো।

সকলের চেয়ে বড়ো হবে এই অহঙ্কারে আমাকে চায়।

এই সুযোগে তার অহঙ্কার দাও ভেঙে। সকলের নিচে নামিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে এসো তাকে।

সুদর্শনাকে বোলো, আমি তাকে গ্রহণ করব অন্ধকারে।

বাঁশি বাজবে না, আলো জ্বলবে না, সমারোহ হবে না ?

১] না। /

বরণ ডালায় সে কি ফুলের মালা তোমাকে দেবেনা ?

সে ফুল এখনো ফোটে নি।

সেই ভালো মহারাজ। অন্ধকারেই বীজ থাকে, অঙ্কুরিত হলে আপনিই আসে আলোয়।

বাহির হতে ।। স্বরঙ্গমা !

ঐ আসচেন রাজকুমারী সুদর্শনা।

সুদর্শনার প্রবেশ

কী চাই, কেন ডাকচ ?

আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো স্বরঙ্গমা, আমি শুনি।

মুখের কথায় বলে উঠতে পারিনে।

বলো, তিনি কি খুব সুন্দর ?

সুন্দর ? একদিন সুন্দরকে নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম, খেলা ভাঙল যেদিন, বুক ফেটে গেল, সেই দিন বুঝলুম সুন্দর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ঙ্কর বলে ভয়

পেয়েছি, আজ তাকে ভয়ঙ্কর বলে আনন্দ করি— তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি
৫] তুমি দুঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি তুমি আনন্দ। /

গান

আমি যখন ছিলেম অন্ধ,
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাই নি তো আনন্দ।
খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে
খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,
ভিৎ ভেঙে যেই আসলে ঘরে ঘুচল আমার বন্ধ,
সুখের খেলা আর রোচেনা পেয়েছি আনন্দ।
ভীষণ আমার, রুদ্র আমার,
নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার,
উগ্র ব্যথায় নূতন করে বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সব কিছু মোর নিলে এসে
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব।
দুঃখসুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ॥

প্রথমটা তুমি তাঁকে চিন্‌তে পারো নি!

না।

কিন্তু দেখো, তাঁকে চিন্‌তে আমার একটুও দেরি হবেনা। আমার কাছে তিনি সুন্দর হয়ে দেখা দেবেন।

তার আগে একটা কথা তোমাকে মেনে নিতে হবে।

৬] নেব, আমার কিছুতে দ্বিধা নেই। /

তিনি বলেছেন অন্ধকারেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

তাঁকে দেখব কী করে?

সে তিনিই জানেন।

আমাকে কোথায় যেতে হবে?

কোথাও না এইখানেই।

কী বলো সুরঙ্গমা, অন্ধকারের সভা এইখানেই? যেখানে চিরদিন আছি এইখানেই? সাজতে হবে না?

নাইবা সাজলে। একদিন তিনিই সাজাবেন যে সাজে তোমাকে মানায়।

গান

প্রভু বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে আঁচল রঙীন হবে।
তোমার বনের রাঙা ধুলি
ফুটায় পূজার কুসুমগুলি
সেই ধুলি হায় কখন আমায় আপন করি লবে—
প্রণাম দিতে চরণতলে
ধুলার কাঙাল যাত্রীদলে
চলে যারা, আপন ব'লে চিনবে আমায় সবে ॥

আমার তো আর একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করচে না।

৪] কোরো না দেরি— তাঁকে ডাকো, এইখানেই দয়া করবেন। /

সুরঙ্গমা আমি তো মনে করি যে ডাকচি, সাড়া পাই নে। বোধ হয় ডাকতে জানিনে। তুমি আমার হয়ে ডাকোনা— তোমার কণ্ঠ তিনি চেনেন।

সুরঙ্গমার গান

খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে।
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে ॥
ভরি লয়ে ঝারি এনেছি তো বারি
সেজেছি তো শুচি দুকূলে।
বেঁধেছি তো চুল, তুলেছি তো ফুল
৫] গেঁথেছি তো মালা মুকুলে। /
ধেনু এলো গোঠে ফিরে
পাখীরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে ॥

ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল

অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্চিনে। তুমি কি এর মধ্যে আছ ?

এই তো আমি আছি।

আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না দেখেই।

চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে— অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।

ভয়ে যে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠচে।

প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে রস নিবিড় হয় না।

এই অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্চ ?

হাঁ পাচ্চি।

কী রকম দেখচ ?

আমি দেখতে পাচ্চি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগযুগান্তরের ধ্যান, লোক-লোকান্তরের আলোক, বহু শত শরৎ বসন্তের ফুল ফল। তুমি বহু পুরাতনের নূতন ৬] রূপ। /

বলো বলো এমনি করে বলো। মনে হচ্চে যেন অনাদিকালের গান জন্মজন্মান্তর থেকে শুনে আসচি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মূর্চ্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন করে? না, না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব— সেইখানেই যে আমি আছি।

আচ্ছা দেখো। কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।

চিনে নেব, লক্ষলোকের মধ্যে চিনে নেব, ভুল হবে না।

বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো। সুরঙ্গমা!

কী প্রভু!

বসন্ত পূর্ণিমার উৎসব তো এলো।

আমাকে কী কাজ করতে হবে ?

আজ তোমার কাজের দিন, সাজের দিন নয়। পুষ্পবনের আনন্দে মিলিয়ে দিয়ো প্রাণের আনন্দ। [দ্রষ্টব্য পৃ. ৬৯ । ছ. ৬১৬-১৭

তাই হবে প্রভু।

সুদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

কোথায় দেখবেন ?

যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে, আলোয় ছায়ায় হবে
৭] গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে। /

চোখে ধাঁধাঁ লাগবেনা ?

সুদর্শনার কৌতুহল হয়েচে ?

কৌতুহলের জিনিষ তো পথেঘাটে ছড়াছড়ি। তুমি যে কৌতুহলের অতীত।

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়।

৮] (গান) /

মহিষীর প্রবেশ

ওকি ? সুনন্দা কমলিকা সুরোচনা ডালি নিয়ে এই দিকে আসচে। তোদের এসব উদ্যোগ কিসের জন্যে ?

সুনন্দা।। আমরা বসন্তউৎসবের আয়োজন করচি।

মহিষী।। শোনো একবার কথা! আয়োজন তোমাদের করতে হবে কেন? ব্যবস্থার ভার তো মহারাজের কেলি-সচিবের পরেই।

কমলিকা।। না মহারাণী, রাজভাণ্ডারে বসন্তের সাজ নেই।

গান

আয় গো তোরা কার কী আছে
দেবার হাওয়া বইল আজি দিকে দিকে
এই সুসময় ফুরায় পাছে।
কুঞ্জবনের অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে।
প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে,
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস পরে,
দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায় জাগো জাগো
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
৯] রক্ত রঙের জাগল প্রলাপ অশোক গাছে। /

সুরোচনা।। মহারাণী, এই দেখ বসন্তরাজের উদ্দেশে আমরা যে যা পেরেছি এনেচি। এই দেখ আমার আঁকা ছবি, সুনন্দা মূর্ত্তি গড়ে এনেছে, কমলিকা এনেছে ফুলের গয়না। কোনো মেয়ে নিয়ে চলেছে ঘটে করে গন্ধবারি, কোনো মেয়ে নিয়েছে

ডালিতে সাজিয়ে প্রদীপ। তোমাকেও একটা কিছু দিতে হবে মহারাণী।

মহিষী ।। তোদের এসব নতুন কালের উৎসব, আমরা এর মানেই বুঝিনে।

কমলিকা ।। মানে বোঝবার দরকার নেই। তোমাকে তোমার নিজের জিনিষ একটা কিছু দিতে হবে।

মহিষী ।। আচ্ছা তবে নে আমার এই সোনার হারখানা।

সুনন্দা ।। ও তো তোমার নিজের জিনিষ নয় মহারাণী। ও তো স্বর্ণকারের।

মহিষী ।। ঐ শোনো, যে হার আমার গলায় উঠেছে সে হার তো আমারি।

১০] সুরোচনা ।। গাছ যে ফুল আপনি ফুটিয়েছে সেই ফুলই গাছের। /

কমলিকা ।। কুঞ্জবনে আমাদের গানের বেদীতে নিজের হাতে তোমাকে আলপনা এঁকে দিতে হবে। আমরা আর কিছু চাইনে।

মহিষী ।। রোহিণী, আজকালকার মেয়েদের বুদ্ধি দেখেচ? দিতে গেলুম হার, নিল না, তার বদলে হাতের আঁকা আলপনা চায়।

রোহিণী ।। রাজবাড়িতে অবুদ্ধির ঘোলা হাওয়া বইয়ে দিয়েচে কে সে তো তুমি জানোই। তবু ওদের মধ্যে এইটুকু বুদ্ধি বাকি আছে আমার কাছে কোনোদিন পাগলামি করতে আসে না। আমাকে যদি কিছু দিতে হয় তো কথা শুনিয়ে দিতে পারি, হারও নয় আল্পনাও নয়।

কমলিকা ।। রাজি যখন হয়েচ তবে চলো মহারাণী।

মহিষী ।। এরা জানে না, আমার কত ভাবনার কথা আছে। এখন কি খেলা করবার সময়?

সুনন্দা ।। তোমার ভাবনা ঘুচিয়ে দিতেই এসেচি।

১১] মহিষী ।। তবে চল্। /

[৭]

মেয়ের দল

১ ।। ঠাকুর্দ্দা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি উৎসবটা হচ্চে কোথায়?

ঠাকুর্দ্দা ।। যে দিকে চাইবে সেই দিকেই।

১ ।। এ'কেই বলে তোমাদের রাজাধিরাজের উৎসব।

ঠাকুর্দ্দা ।। আমরা তো তাই বলি।

২ ।। আমাদের দেশের সব চেয়ে ক্ষুদে সামন্তরাজও এর চেয়ে ঘটা করে পথে বেরোয়।

ঠাকুর্দ্দা ।। নিজেকে না চেনাতে পারলে তারা যে বঞ্চিত।

৩ ।। আর তোমরা যাঁর কথা বলচ?

ঠাকুর্দ্দা ।। তাঁকে না চিন্‌তে পারলে আমরাই বঞ্চিত।

১ ।। চেনবার উপায়টা কী করেচ ?

১২] ঠাকুর্দ্দা ।। তাঁর সঙ্গে সুর মেলাচ্চি। এই যে দখিন / হাওয়া দিয়েছে, আমের বোল ধরেছে, সমান সুরে সাড়া দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে জানাজানি হয়।

২ ।। তোমাদের কর্ত্তারা ঢাকঢোলের বায়না দেন নি বুঝি ? তোমাদের উপরেই সব বরাৎ।

ঠাকুর্দ্দা ।। তা নয় ত কী। ভাড়া করে সমারোহ ? তোমরা আমরা আছি কী করতে ? ওরে তোরা ধর্‌না ভাই গান !

দখিন দুয়ার খোলা—

১৩] পূব দুয়ারটা হোলো। এবার চলো পশ্চিম দুয়ারটার দিকে। /

মহিষী ।। রোহিণী, এ কী সঙ্কটেই পড়া গেল।

রোহিণী ।। তাই তো মহারাণী মা, কাঞ্চীর দূত এল, সহজ কথা নয়। এ'কে বিবাহের প্রস্তাব বলে না, এ আদেশ, এর মধ্যে অস্ত্রের ঝঙ্কার আছে।

মহিষী ।। মেয়েকে সে কথার আভাস দিতেই তার মন আরো গেল বেঁকে। বল্‌লে, আমি কি মরতে জানিনে। কত করে বুঝিয়ে বললুম, নাহয় স্বয়ম্বর সভা ডাকি, যাকে মনে ধরে তাকেই মালা দিয়ো। না, সেও হবে না। না দেখেই না-পছন্দ যার তাকে নিয়ে কী করি বলো।

রোহিণী ।। তুমি তো জানো মহারাণীমা, এ বিপদের মূলে আছে কে।

মহিষী ।। জানি বই কি, ঐ তোমাদের সুরঙ্গমা।

রোহিণী ।। ওকে দূর করে তাড়িয়ে না দিলে আপদ শান্তি হবে না।

মহিষী ।। কেউ যে সাহস করে না।

রোহিণী ।। সেই তো এক সমস্যা। সাহস কেন করেনা বোঝবার জো নেই! ওর

১৪] শক্তি কিসের ? /

মহিষী ।। একবার তো মহারাজ রাগ করে ওকে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। ও শৃঙ্খল পরলে যেন অলঙ্কার। দেখি শাস্তি হল যেন মহারাজেরই। রাত্রে ঘুম হয় না, মনের মধ্যে অশান্তি।

রোহিণী ।। ও এসে অবধি মানুষের বুদ্ধি খারাপ করে দিয়েছে। কাউকে নাচায়, কাউকে গাওয়ায়। রাজবাড়ির মেয়েরা হাঁ করে ওর কথা শোনে। কী অপূর্ব ওর কথা তাও তো জানি নে। ভয় হয় আমাকেও কোন্ দিন জাদু করে।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা ।। মা, পিতা মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আমি কিন্তু যাব না।

মহিষী ।। কেন যাবে না তুমি ?

সুদর্শনা ।। কাঞ্চীরাজের প্রস্তাব আমি মানব না।

মহিষী ।। তোমার এ আবদার রাজবাড়ির মেয়ের যোগ্য নয়। রাজার ঘরের বিবাহ মানুষে মানুষে নয় রাজ্যে রাজ্যে। পছন্দ হওয়া না হওয়ার কথা ইতর বংশের মেয়েদের জন্যে।

সুদর্শনা ।। মা ইতর বংশের মেয়েদের পরে ঈর্ষা জন্মিয়ে দিলে। যাই হোক্‌, আমাকে
১৫] কিচ্ছ [কিচ্ছু] বোলো না— / আমার মন অত্যন্ত অস্থির, আমি কী চাই, কাকে চাই
কিছুই ভেবে পাচ্চি নে।

মহিষী ।। আচ্ছা তোর মন স্থির হবার মতো অবকাশ না হয় নেওয়া যাক।

সুদর্শনা ।। সেই ভালো।

মহিষী ।। কিন্তু মনে রাখিস দ্বারে সৈন্য এসে দাঁড়িয়ে আছে, বেশি দিন অপেক্ষা করবার মতো ভাব তাদের নয়।

সুদর্শনা ।। মা, তাদের আছে খাঁচা, আমার আছে ডানা, এর পরিচয় ওরা পাবে। মা বলে যাচ্চি দেরি হবে না তার প্রমাণ পেতে।

প্রস্থান

প্রতিহারী ।। কাঞ্চী থেকে যে দূতী এসেছে সে বিদায় নিয়ে যেতে চায়। ঐখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

মহিষী ।। আচ্ছা ডাক তাকে।

দূতীর প্রবেশ

দূতী ।। জয় হোক মহারাণী। কাঞ্চী মহারাজকে গিয়ে কী বলব ? রাজকুমারীর সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষ কথা বলবার চেষ্টা করেছি, সুযোগ পেলুম না।

মহিষী ।। সে তার সঙ্গিনীদের নিয়ে গীতকলার চর্চ্চা করে অন্য কিছুতে মন দেবার
১৬] অবকাশ নেই। /

দূতী ।। রাজকুমারী সুদর্শনার একমাত্র গীতকলা নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকবার বয়স তো নয়।

মহিষী ।। দিনগণনা করে বয়সের বিচার সকল ক্ষেত্রে খাটে না।

দূতী ।। কাঞ্চীরাজের চিত্র কি তাঁকে দেখানো হয় নি ?

মহিষী ।। পুরুষের গৌরব তো রূপ নিয়ে নয়।

দূতী ।। শৌর্য্য নিয়ে। আচ্ছা মহারাজকে জানাই গে রাজকন্যা শৌর্য্যের পরিচয় চান।

মহিষী ॥ কোনো পরিচয়ই চান না। তাঁর মন উদাসীন। উপযুক্ত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

দূতী ॥ তাহলে বিদায় হই মহারাণী। কোন্ সময়টা উপযুক্ত আমাদের মহারাজাই যথারীতি তার বিচার করবেন।

প্রস্থান

মহিষী ॥ একটা যুদ্ধের ভূমিকা হোলো।

রোহিণী ॥ ইতিহাসে এ ত নূতন নয়। নারীর রূপের ভীষণ স্তব পুরুষের অস্ত্র-ঝঞ্ঝনায়। ঐ সুরঙ্গমা আসচে।

১৭] সুরঙ্গমার প্রবেশ /

সুরঙ্গমা ॥ জয় হোক মহারাণী।

মহিষী ॥ রাজকুমারীকে কেন তুমি এমন করে ভোলালে ?

সুরঙ্গমা ॥ আমি যা সত্য জানি তাই তাঁকে বলি, তাঁর নিজের মধ্যে যদি ভুল থাকে তবে তিনি ভুল করেন।

মহিষী ॥ তোমার কথা শুনে সে যে কোন্ রাজাধিরাজকে পাবে বলে পণ করেচে।

সুরঙ্গমা ॥ তিনি রাজার মেয়ে তাই মনে করেন যাকে চাই তাকেই পাওয়া যায়। আমরা গরীব, আমাদের মুখে এত বড়ো স্পর্দ্ধা শোভা পায় না।

মহিষী ॥ তাহলে সুদর্শনাকে বুঝিয়ে বল গে অসম্ভব খেয়াল ছেড়ে দিয়ে কাঞ্চীরাজের প্রস্তাব সে স্বীকার করুক।

সুরঙ্গমা ॥ তাঁকে বোঝাবার সাহস আমার নেই। কেমন করে জানব কিসে তাঁর ভালো হবে ?

রোহিণী ॥ অত বেশি তোমাকে ভাবতে হবেনা গো। কাঞ্চীরাজকে বিবাহ করলে
১৮] রাজকন্যার পক্ষে সুখের হবে এ কথা সকলেই জানে। /

সুরঙ্গমা ॥ আমি জানি নে।

মহিষী ॥ মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ওকে রাজ্য থেকে বের করে দেব তবে রাজপুরীতে শান্তি হবে। তুমি কি মনে করো আমি তোমাকে ভয় করি ?

সুরঙ্গমা ॥ আমাকে ভয় কেউ যেন না করে।

মহিষী ॥ ওর সঙ্গে কথা কয়ে পারব না। দাও ওকে প্রতিহারীর হাতে, নিয়ে যাক ওকে অন্ধকূপে।

সুরঙ্গমাকে লইয়া রোহিণীর প্রস্থান

রোহিণী রোহিণী [!] সত্যিই নিয়ে গেল দেখি। ওর ভয় ভয় নেই।— যাই ওকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসিগে ॥

কাস্তিক রাজের প্রবেশ

মহিষী ।। সুদর্শনাকে তোমার কাছে পাঠাতে পারলুম না। সে রাজি হোলো না যেতে।

রাজা ।। কেন ? আমাকে তার কিসের ভয় ?

১১] মহিষী ।। কাঞ্চীরাজকে বিবাহ করতে সে কিছুতে সম্মত নয়। /

কাস্তিক ।। আমিও সম্মত নই, সেই কথা জানাবার জন্যেই তাকে ডেকেছিলুম।

মহিষী ।। তবে কি কাঞ্চীর সঙ্গে শেষে যুদ্ধ বাধাবে।

কাস্তিক ।। যুদ্ধ করতেই যাচ্চি।

মহিষী । এ যে সর্ব্বনেশে কথা।

কাস্তিক ।। অপমান তার চেয়ে সর্ব্বনেশে। আমার ভুবনমোহিনী মেয়ে তাকে অমন উদ্ধত ভাষায় চাইবে এ তো প্রাণান্তে সহ্য করতে পারব না। দুর্লভ জিনিষকে নত হয়ে সাধনা করতে হয়, দাম্ভিকের সে কথা মনে থাকে না। ঠিক করেছি যুদ্ধ করতে হয় সে ভালো, কিন্তু স্পর্দ্ধা সহ্য করবনা।

২০] মহিষী ।। বল কী ? রাজ্যের কথা ভাবতে হবে না ? বিপদ কি নেই ? /

রাজা ।। কে বল্‌লে নেই ? শুক্তিকে ভেঙে যেমন করে মুক্তা আহরণ করতে হয় তেমনি করে কাঞ্চীরাজ এই রাষ্ট্রকে বিদীর্ণ করতে এসেছেন— কিন্তু মুক্তা যেন না পান এই কথা জানিয়ে আমি যুদ্ধে যাচ্চি।

মহিষী ।। বিপদে পড়লে কোথায় লুকোবে সে ?

রাজা ।। দেখ মহিষী, রাজার ঘরে জন্মেছে বলেই তার এই অপমানের আশঙ্কা। প্রাসাদের বাইরে সমস্ত পৃথিবী রয়েছে উন্মুক্ত। জানকীর সম্মান যে পৃথিবী রক্ষা করেছেন সেই পৃথিবীই না হয় ওকে গ্রহণ করবেন। তোমার চেয়ে তিনি বড়ো মাতা।

মহিষী ।। এ সব কথা কী বল্‌চ শুন্‌লে বুক ফেটে যায়।

রাজা ।। শোক করবার সময় নেই, বাইরে রণডঙ্কা বেজে উঠেছে। তুমি ক্ষত্রিয় নারী, চরম বিপদে স্বামীর বাহু যদি নিষ্ক্রিয় হয় মরণকে তোমার পাণি সমর্পণ করতে পারবে।

২১] ॥

পুরোগামী রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গ

আলোচনা-সংকলন

১৩১৭ পৌষে রাজা প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত, ঐ নাটকের এটি প্রাথমিক রূপ নয়। প্রাথমিক পাঠ প্রকাশিত ১৩২৭ বঙ্গাব্দে। ১৩২৬ মাঘে অরূপরতন। ১৩৪২ কার্তিকে অরূপরতনের নূতন সংস্করণ। বস্তুতঃ রাজার চতুর্বিধ রূপ আমাদের গোচরে, রচনার পারম্পর্যে বলা যায়— রাজা (১৩২৭ দ্বিতীয় মুদ্রণ), রাজা (১৩১৭ পৌষের প্রথম মুদ্রণ), অরূপরতন (১৩২৬ মাঘ) এবং অরূপরতন (১৩৪২ কার্তিক)। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহশালায় রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে আরও দুটি অসম্পূর্ণ পাঠ— একখানি জাপানি খাতায় (পাণ্ডুলিপি ১৭১) আর বর্জিত প্রেস-কপির খুচরা কতকগুলি পাতায়। এগুলির রচনা শেষোক্ত সংস্করণের পূর্বেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রসদনের খাতায়-পত্রে ১০ নভেম্বর ১৯৩৫ (২৪ কার্তিক ১৩৪২) তারিখে উল্লেখ দেখা যায়— 'রাজা ও অরূপরতন নাটক দুটি মিলাইয়া রাজা নাটকের সংশোধন সভায় পাঠ।' অসম্পূর্ণ পাঠ সভাস্থলে পঠিত এমন মনে করবার কোনো কারণ দেখা যায় না। কাজেই জাপানি খাতার পাঠ পড়া হয় নি। মনে হয় সম্পূর্ণ যে পাঠ কবি সভাস্থলে উপস্থিত করেন তারই কিয়দংশ (২১ পাতা বা পৃষ্ঠা) বর্জিত প্রেস-কপি হিসাবে রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আর অবশিষ্ট পাতাগুলির সন্ধান নেই— অল্পবিস্তর পরিবর্তনে, বর্জনে বা সংযোজনে, ১৩৪২ কার্তিকে মুদ্রিত অরূপরতনের অঙ্গীভূত।[১]

জাপানি খাতায় অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির ছিয়াশি পৃষ্ঠা আর ছাপাখানার কালিমালাঞ্ছিত বর্জিত ('Cancelled') একুশখানি পাতা, যথাক্রমে এদের পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রণ-প্রতি (প্রেস-কপি) বলেই উল্লেখ করা হবে। পাণ্ডুলিপির বিশেষত্ব এইগুলি—

১ রাজাধিরাজ ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষচরিত্র দেখা যায় না। যিনি রাজার রাজা তিনি তো অদৃশ্যই, শুধু তাঁর কণ্ঠ শোনা যায়। বাণীমূর্তি তাঁর। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ 'নটীর পূজা'র মতো আর-একখানি নাটক রচনা করতে চেয়েছিলেন, যা সহজে শুধু মেয়েদের দিয়েই অভিনয় করানো চলে।

২ ঘটনাস্থল কান্যকুব্জ-রাজগৃহে আর সুদর্শনা ও কুমারী কন্যা।

৩ সুরঙ্গমা কোথা থেকে এল কেউ জানে না আর সেও বলে না। রাজা তাকে কারাগারে

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় (১৩৭৬) সংখ্যায় প্রকাশিত মূল প্রবন্ধের এই অংশ (পৃ ৩৪৮) অনেকটা সংহত করা গেল। স্থানে স্থানে ছাড়া-ছাড়া হরপ সাজানো নূতন। অনেকটা বাদে, পৃ ৩৫৪, শেষ অনুচ্ছেদ থেকে পুনশ্চ সংকলন ; সে ক্ষেত্রে কয়েকটি নূতন বক্তব্য / মন্তব্য যুক্ত হল।

পাঠিয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারেন না, শৃঙ্খল পরে সে ভূষণের মতো— রাজমহিষীর মুখে বর্ণনা-চ্ছলে এসব জানা যায়। মহিষী তাকে ভয় করেন আর ভক্তি না ক'রে পারেন না।

৪ রাজাধিরাজ প্রসঙ্গে কুমারী সুদর্শনাকে সুরঙ্গমাই আকৃষ্ট এবং উতলা করেছে। আবার এও বলেছে, 'কাঞ্চীরাজের মতো রাজার [বিবাহের] প্রস্তাব তোমার মতো রাজকন্যারই তো যোগ্য।' [ছ. ৪৫০-৫১] কেননা সবার যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি অতুলনীয়, তাঁকে পাওয়ায় গৌরব আছে বটে, কিন্তু কেউ জানবে না, কোনো সমারোহই হবে না ; ঘোষণা মানেই আত্মঘোষণা— তাতেই অপমান। সুদর্শনা বলেন— 'আমাকে কোথায় যেতে হবে ?'

'কোথাও না এইখানেই।' [ছ. ৪৬৬-৪৬৭]

'কখন সময় আসবে' তারও উত্তর— 'তুমি যখনি চাইবে।' [ছ. ৪৮১-৮২]

বুঝতে বাকি থাকে না সুদর্শনার রাজা আছেন সব সময় সবখানেই। তাঁর আলাদা কোনো রাজ্য নেই, হৃদয়ের অন্ধকার ঘরে আছেন। যে আলোয় তাঁকে দেখা যাবে আপনি জ্বলে ওঠে নি ব'লেই তাঁকে দেখা হয় না।

৫ রাজমহিষীর পার্শ্বচারিণী রোহিণী, হিসাবী বুদ্ধি তার, সুরঙ্গমার বিপরীত। সুরঙ্গমার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ তার প্রচুর।

৬ কাঞ্চীরাজ শৌর্যশালী রাজা, দূতী পাঠিয়েছেন সুদর্শনার পাণি প্রার্থনা ক'রে। সুবর্ণ তাঁর পার্শ্বচর বিদূষক, তাকে রাজাধিরাজ সাজিয়ে তাঁর ছলনা আর সুদর্শনা-হরণের মন্ত্রণা —এসব পাঁচ জনের মুখে মুখে জানা গেল।

৭ সুবর্ণকে চেনে সুরঙ্গমা অথচ 'রাজাধিরাজ'-জ্ঞানে তাকেই মালা পাঠালেন সুদর্শনা। ভুল ধরা পড়তেই এল আত্মধিক্কার। আগুন লাগল প্রাসাদে। রাজকন্যা সেই জ্বলন্ত পুরীতে প্রবেশ করলেন। [ছ. ৯৯৯]

৮ 'অন্ধকার হয়ে গেল'। সুদর্শনাকে রক্ষা করেছেন রাজার রাজা, আশ্বাস দিচ্ছেন ভয় নেই।— 'ভয় নেই কিন্তু লজ্জা! সে যে আগুন হয়ে আমাকে ঘিরে রইল।··· আমি অশুচি, তোমার কাছে থাকলে এই আত্মগ্লানি আমাকে অস্থির করবে।' [ছ. ১০০১।২ ও ১০৩৯।৪০] সুদর্শনা তাই পালাতে চান। কোথায় পালাবেন সর্বময় রাজার অধিকার ছেড়ে ? থাকতেও চান— 'কেশের গুচ্ছ ধরে আমাকে টেনে রেখে দাও-না। আমাকে মারো, মারো আমাকে।··· রাখলে না। আমাকে বাঁধলে না। আমি চল্লুম।' [ছ. ১০৪২।৪৩ ও ১০৫৩] তৎক্ষণাৎ ফিরে আসেন— 'রাজা রাজা।' সুরঙ্গমা বলে তিনি চলে গেছেন।— 'চলে গেছেন ? আচ্ছা বেশ! তাহলে আমাকে ছেড়েই দিলেন। আমি ফিরে এলুম তিনি অপেক্ষা করলেন না। ভালোই হল— আমি মুক্ত। সুরঙ্গমা, আমাকে ধরে রাখবার জন্যে তিনি তোমাকে কিছু বলেছেন ?'

'না, কিছুই বলেন নি।'

'আচ্ছা ভালো— আমি মুক্ত।'

'কী করতে চাও তুমি ?'

'এখন কিছুই জিজ্ঞাসা করোনা— কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে।' / [ছ. ১০৫৯-৬৮][2]

পাণ্ডুলিপিতে এর বেশি পাওয়া যায় না। পাণ্ডুলিপি আর মুদ্রণ-প্রতি যতটা পাওয়া যায় উভয়ের মধ্যে এইসব মিল আর অমিল—

১ ঠাকুরদা, প্রতিহারী, কান্তিকরাজ (কান্যকুব্জ), এই পুরুষচরিত্রগুলি প্রেস-কপির পাঠে প্রত্যক্ষ।

২ পূর্বের মতোই ঘটনাস্থল কান্যকুব্জ, সুদর্শনা কুমারী আর রোহিণী-সহ রাজমহিষীর ভূমিকাও থেকে গেছে।

৩ সুরঙ্গমা-চরিত্র যতটা মুখ্য হয়ে উঠছিল পূর্বপাঠে, সেটা কিছু পরিমাণে কমানো হয়েছে।

৪ কাঞ্চীরাজের প্রস্তাব সুদর্শনা প্রত্যাখ্যান করলে রাজমহিষী ভয় পেলেন কিন্তু কান্তিকরাজ কন্যাকে বাধা করতে চাইলেন না— মরণপণ করে যুদ্ধে গেলেন।

খণ্ডিত মুদ্রণ-প্রতির আবিষ্কৃত কতক অংশে এই তো দেখা যায়। অনাবিষ্কৃত অবশিষ্টাংশে কী ছিল বলবার উপায় নেই, কতটা তার কিভাবে মুদ্রিত গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়েছে (অথবা হয় নি) সে জল্পনা-কল্পনা নিরর্থক। পাণ্ডুলিপি অথবা প্রেস-কপির সঙ্গে উত্তরকালীন কিম্বা প্রায়-সমকালীন অরূপরতনের মিল কতটা আর কতখানি অমিল সেটাই বিশেষ দ্রষ্টব্য—

১ বাংলা ১৩৩২ সনের অরূপরতনে প্রথম দৃশ্যটি প্রায় যথাযথ প্রেস-কপি থেকে নেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে পাণ্ডুলিপির প্রথম ও তৃতীয় দৃশ্য মিলিয়ে, কিছু অংশ ত্যাগ ক'রে, মুদ্রণ-প্রতির এই প্রথমাংশ।

২ পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষাংশ নিয়ে— যাতে রাজবাড়ির মেয়েরা, সুনন্দা, কমলিকা, সুরোচনা, বসন্তোৎসবে আমন্ত্রণ করছে রাজমহিষীকে— মুদ্রণ-প্রতির দ্বিতীয় অংশ, গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে।

৩ গ্রন্থের দ্বিতীয় দৃশ্যে 'আজি দখিনদুয়ার খোলা' গানের পূর্বেই মেয়ের দলের মধ্যে ঠাকুরদা, এটুকুই [সংরক্ষিত] মুদ্রণ-প্রতির তৃতীয়[3] অংশ বলা যায় আর পাণ্ডুলিপিরও চতুর্থ দৃশ্যের একাংশ। প্রভেদ এই যে, পাণ্ডুলিপিতে ঠাকুরদার স্থান নিয়েছিল সুরঙ্গমা।

---

২ রবীন্দ্র-পাণ্ডু, ১৭১ থেকে যে-সব প্রসঙ্গের উল্লেখ ও উদ্‌ধৃতি, তার ছত্রাঙ্ক দেওয়া গেল [ ] বন্ধনীর মধ্যে; পূর্বমুদ্রিত পাঠে খুঁজে বা বুঝে নেওয়া যাবে।

৩ অখণ্ডিত সম্পূর্ণ প্রেস-কপি থাকলে হয়তো দেখা যেত, এটি সেই পরিকল্পনার সপ্তম দৃশ্যই ছিল। দ্রষ্টব্য পাণ্ডুলিপি-পরিচয়, পৃষ্ঠা ১০৫, শেষ অনুচ্ছেদ।

৪ পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রণ-প্রতির রাজমহিষী ও রোহিণী চরিত্র, মুদ্রণ-প্রতির কান্তিকরাজ চরিত্র, পূর্বেই বলা হয়েছে গ্রন্থে এগুলি বর্জিত। রাজমহিষী বা রোহিণীর কোনো প্রসঙ্গই নেই, আর নাটকে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত হন না কান্যকুব্জরাজ।

৫ খণ্ডিত মুদ্রণ-প্রতিতে দৃশ্যবিভাগ পরিষ্কার ক'রে দেখানো হয় নি। অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতেও 'প্রথম দৃশ্য' (পৃ. ১১-২৮) শুধু পাওয়া যায়, আর-সব অনুমানসাপেক্ষ— রাজমহিষী ও রোহিণীকে নিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য (পৃ. ১-১১ ও ২৯-৪৮), 'ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে' সুদর্শনা সুরঙ্গমা ও রাজাকে নিয়ে তৃতীয় দৃশ্য (পৃ ৪৯-৫৫), উৎসবক্ষেত্রে সুদর্শনা সুরঙ্গমা রোহিণী এবং আরো অনেককে নিয়ে চতুর্থ দৃশ্য ('ওগো শুনচ ? রাস্তা কোন্ দিকে' ইত্যাদি (পৃ ৫৫-৮০), শেষ কয়টি পৃষ্ঠায় (পৃ ৮০-৮৫) 'অন্ধকার হয়ে গেল'— এর বিষয়বস্তু তো পূর্বেই আলোচিত। পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রণ-প্রতির সমুদয় দৃশ্যই কান্যকুব্জে, কুমারী সুদর্শনার পিতৃরাজ্যে। প্রশ্ন এই যে, পরিবর্তিত অরূপরতনে কোথায় ঘটছে ঘটনাগুলি ? মোট চারটি দৃশ্যের কোনোটিই যে কান্যকুব্জ-রাজপুরীর বাইরে বা কান্যকুব্জের সীমানা পেরিয়ে বহু দূরে —এমন মনে হয় না। [মুদ্রিত নাটকের (১৩৩২) চতুর্থ দৃশ্যের শেষে 'অন্ধকার ঘর', রাজা ও সুদর্শনার সংলাপ এবং সর্বশেষ গান— এটুকুই অঙ্ক-চিহ্ন-হীন শেষ দৃশ্য মনে করলে ক্ষতি নেই। 'রাজপথ' নয়। সুদর্শনার অন্তর্লোকে, এমনও মনে করা চলে।]

৬ সর্বোপরি সুদর্শনাও কুমারী কন্যার রূপেই প্রথম দেখা দিয়েছেন এ ই গ্র ন্থে। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 'রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়' প্রায় এই কথাতেই নাটকের সূচনা। কিছু পরে— 'ঐ আসছেন রাজকুমারী সুদর্শনা'। [গ্রন্থের] দ্বিতীয় দৃশ্যে কাঞ্চীরাজ বিক্রমবাহু 'কান্তিকরাজকন্যা' বলেই সুদর্শনার উল্লেখ করছেন, পুনশ্চ 'রাজকুমারী সুদর্শনাকে দেখতে চাই'— তদুত্তরে সুবর্ণও বলে 'রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়ে কন্যাকে যথারীতি প্রার্থনা করুন-না'। পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে ছিল রানী সুদর্শনাকে দেখবার জন্য রাজাদের লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা ও ষড়যন্ত্র ; তিনি পতিকুল ত্যাগ করে পিতৃগৃহে গেলে বিক্রমবাহু ও অন্যান্য রাজাদের কান্তিকনগর বা কান্যকুব্জ রাজ্য -আক্রমণ, এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু হয় নি — কেবল ভণ্ডরাজ সুবর্ণকে নিয়ে মন্ত্রণা হচ্ছে করভোদ্যানে আগুন লাগাবার। করভোদ্যান কান্যকুব্জেও হতে পারে। [এই গ্রন্থে] ঠিক পরের দৃশ্যে সুদর্শনা বলছেন—'আমি হব রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।' এই দৃশ্যেই সুদর্শনার আহ্বানে প্রতিহারীও বলছে— 'কী রাজকুমারী ?' পরবর্তী চতুর্থ দৃশ্যের প্রথমেই নাগরিকদলের প্রস্থানের পরে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ, কেবল এখানেই দেখি সুরঙ্গমা বলছে — 'মা, যতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে' ইত্যাদি। এটুকু পূর্ব পূর্ব মুদ্রণের অনুরূপ। অথচ এই দৃশ্যেই কান্তিকরাজ বন্দী হওয়ার খবর এলে সুরঙ্গমার মুখে আবার শুনি— 'কী রাজকুমারী !' পূর্বের মুদ্রণগুলিতে সুদর্শনাকে সব সময়েই সুরঙ্গমা 'মা' অথবা

'রানী মা' বলে সম্বোধন করেছে। ফলতঃ কুমারী সুদর্শনা কোন্ ক্ষণে রাজাধিরাজের রানী হয়ে উঠলেন অন্তরে অন্তরে— কোনো অনুষ্ঠানই তো হয় নি— এ নাটকে তা বলা হয় নি, হয়তো সেই অভাব বা অসংগতিটুকু আমাদের বুদ্ধিকে পীড়া দেয়। (তীব্র দুঃখদহনের কোন্ সুদুঃসহ প্রক্রিয়ায় অবশেষে রাজাধিরাজের যোগ্য হয়েছেন সুদর্শনা সে আমরা জানি।) [গ্রন্থে] পূর্বোক্ত দৃশ্যে আছে 'আমার আর হবে না দেরি' গানটির পূর্বে – 'সেই আমার অন্ধকারের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন, হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, এও সেইরকম'। আর, [অন্ধকার ঘরের] শেষ দৃশ্যে আছে— 'আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমায় দেখতে চেয়েছিলুম'। বলা যেতে পারে এ দুটি উক্তির কোনোটিরই সূক্ষ্ম হিসাব মিলত না রসিকের মনে, রাজা-অরূপরতনের অন্য রূপ এবং অন্য পাঠও যদি 'মগ্নমানসে' না জাগত তাঁর।

রাজাধিরাজের রাজ্য কোথায় পূর্বে জানা ছিল না আমাদের, এখন নিশ্চিত জানা গেল— সবখানেই। রাজকন্যাকে পিতৃরাজ্যের বাইরে তো যেতে হবে না। বিবাহ হল কবে? পিতা তো দান করেন নি কন্যাকে, রাজকন্যা নিজেই জেনে না-জেনে কখন্ বরণ করেছেন রাজার রাজাকে। অগ্নিমণ্ডলের মধ্যেই দেখেছেন দুর্দর্শ রূপ, তার পর সেই 'কালো' কখন্ আলো হয়ে উঠেছে অন্তরের অন্তরে; দুঃখ পাপতাপ অভিমান আত্মগ্লানি সবই অলক্ষ্যে ঘুচে গেছে, মুছে গেছে।[৪]

---

৪ কলিকাতার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে নূতন অরূপরতনের অভিনয় ১৩৪২ সনের ২৫।২৬ অগ্রহায়ণে (১১।১২ ডিসেম্বর ১৯৩৫); ঠাকুরদার বেশে রবীন্দ্রনাথ। পূর্বের অরূপরতনে (১৩২৬ মাঘ) সুরঙ্গমার গান ছিল একটি, বর্তমানে অন্যরূপ— গানে গানে তার বিরাম বিচ্ছেদ বা ক্লান্তি নেই। কেবল গানে নয়, সুরঙ্গমার সচ্ছন্দ সত্তা আরও নানা দিকে নানা ভাবে পরিস্ফুট। কুমারী সুদর্শনার বিশেষ নির্ভরস্থল সুরঙ্গমা, এমন-কি দিশারী। ভণ্ড রাজার ছলনা ধরা পড়তেই (অরূপরতন, ১৩৪২, দৃশ্য ৩) সুদর্শনা আগুনে ঝাঁপ দিতে গেলেন, আবার ভয়ও পেলেন, তখন সুরঙ্গমাই এসে বলল : ওই আগুনের ভিতর দিয়েই চলো।... রাজাই আছেন ঐ আগুনের মধ্যে।... আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি. আগুনের ভিতরকার রাস্তা জানি। / অগ্নিমণ্ডল ('অগ্নিপরীক্ষা') থেকে বেরিয়ে এলে সুরঙ্গমাই আশ্বাস দেয় সুদর্শনাকে : ভয় নেই, তোমার ভয় নেই। / প্রশ্ন করে : কেমন দেখলে? / 'ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়!' / বলতে বলতে সুদর্শনা বেরিয়ে গেলে সুরঙ্গমার প্রতিক্রিয়া : যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার বুক স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের? আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য নয়, ১৩২৭ সনের রাজায়, অর্থাৎ রাজার প্রথম পাঠে, এটুকু এবং আরও অনেকটাই অন্ধকার ঘরে রাজা ও সুদর্শনাকে নিয়ে অষ্টম দৃশ্যের ঘটনা। বর্তমানে (১৩৪২) সবটাই আশ্চর্যভাবে সংহত আর রাজার কথাগুলিও সুরঙ্গমার উক্তিতেই আমাদের শ্রুতিগোচর। সুরঙ্গমার ব্যক্তিত্ব স্ফুটতর, 'নটীর পূজা'র শ্রীমতীর সঙ্গে তার সাজাত্য স্পষ্ট— এ-সবই অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তথা মুদ্রণ-প্রতির প্রস্তাব সন্দেহ নেই। কা. সা.

অপ্রকাশিত [অসম্পূর্ণ] পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আর-একটুকু বলা দরকার। [জাপানি] খাতাখানি হারিয়ে গিয়েছিল বলেই রচনা সম্পূর্ণ হয় নি এমন নয়। বস্তুতঃ রচনা সম্পূর্ণ হতে চায় নি ব'লেই কবি ঐ খাতাখানি [কনিষ্ঠা কন্যা] শ্রীমতী মীরাদেবীকে দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ হয় নি বা হতে চায় নি কেন ?—

১ বহুদিনের রচনা, বহুবার অভিনয়ও হয়েছে, তাতে [হয়তো] এতখানি পরিবর্তন চলে না যা তার মূল চরিত্রই বদ্‌লিয়ে দেয়।

২ খাতাখানি ছাপা হলে [রবীন্দ্রবীক্ষায় ছাপা হল] দেখা যাবে— সুরঙ্গমা-চরিত্র কতটা প্রধান হয়ে উঠছিল, আর 'নটীর পূজা'র শ্রীমতীর ছায়াপাতও হয়েছিল কখন্‌ অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে— ধনঞ্জয়বৈরাগীর সজাতীয়া, ভগিনী বা দুহিতা বলে মনে হয় নি এমন নয়— এ ব্যাপারটি এক সময়ে কবির কাছেও ধরা পড়ে আর অবাঞ্ছিত মনে হয়। সুদর্শনাই এ নাটকের নায়িকা, সুরঙ্গমাকে নায়িকার থেকে মুখ্য করে তুললে তো চলে না।

৩ সমস্ত পুরুষ চরিত্র বাদ দিতে গিয়ে (রাজাধিরাজের কথা স্বতন্ত্র) যে মানসিক কসরতের প্রয়োজন হয়েছিল, তাতে কিছু কি কৃত্রিমতা এসে যায় নি ?

৪ পাণ্ডুলিপিতে রাজমহিষী চরিত্র আর তাঁকে ঘিরে অন্যান্য নাটকীয় ব্যাপার, তেমনি প্রেস-কপিতে কান্যকুব্জরাজ ও রাজমহিষী, শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গের পক্ষে অনাবশ্যক ও অতিরিক্ত মনে হয়েছিল। প্রথমে কমিয়ে দিয়েছেন, পরে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন। ঘটনার প্রবহমান ধারাকে যা বেগবান্‌ করে তোলে না, পৃথক্‌ রচনা হিসাবে যত সুন্দরই হোক, নাট্যকল্পনায় তাকে নির্মমভাবে ত্যাগ না করে উপায় কী ?

—'রবীন্দ্রনাট্যকল্পনার বিবর্তন'। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬

পাণ্ডুলিপি-পরিচয়

রাজা-অরূপরতন গোষ্ঠীর অপ্রকাশিত দুটি রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত। রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-১৭১ পূর্বতন এবং বিশিষ্ট, এজন্য প্রথমে আর পাইকা হরপে। এটি সত্যই অসম্পূর্ণ। বর্জিত ('Cancelled') মুদ্রণ-প্রতি তেমন মনে করা যায় না কিন্তু সময়ে সব পাতা রক্ষা করা হয়নি ব'লেই 'খণ্ডিত'; ফলে এটিও অসম্পূর্ণ। উভয় পাণ্ডুলিপির গ্রাহ্য পাঠই ছাপা হল। কোথায় কী যোগ বিয়োগ বা পরিবর্তন করা হয়, তা বারান্তরে নির্দেশ করা চলবে। পত্রিকার পরিসর অল্প বলেই রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে যে ভাবে পাত্রপাত্রীর নাম সাজিয়েছেন তা রাখা গেল না; '॥' চিহ্ন মাঝে রেখে যিনি বলছেন আর যা বলা হল অপৃথগ্‌ভাবে তার সমাহার। অবশ্য, দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে পাত্রপাত্রীর নাম সব সময়ে দেওয়া হয় নি; এজন্য ছাপায় সংলাপ সাজানো যায় নি হুবহু প্রথম পাণ্ডুলিপির আদর্শে।

মুদ্রিত পাঠে ছত্রাঙ্ক দেওয়া রইল ৫'এর গুণিতকে। পাণ্ডুলিপির কোন্ পৃষ্ঠা কোথায় শেষ হল তারও নির্দেশ মুদ্রিত পাঠে আরোপিত দণ্ডচিহ্ন-যোগে আর বামে ১] ২] ৩] প্রভৃতি পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়ে।

এই দুটি পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু নিয়ে এক সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় বিশ্বভারতী পত্রিকায়। তার প্রাসঙ্গিক বিশেষ বিশেষ অংশের সংকলনে, এই দুটি রবীন্দ্র-রচনা সম্পর্কে মোটের উপর পরিষ্কার একটি ধারণায় সহজেই উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। পাণ্ডুলিপির আধার-আধেয়-গত স্থূল বিবরণ এ স্থলে ধ'রে দেওয়া সংগত।

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ১৭১

অপ্রকাশিত

জাপানি খাতা। চীন-জাপানের পরম্পরাগত প্রথায় অন্যূন ২৪৮ খানি ভাঁজ-করা পাতার সেলাই ও বাঁধাই কালো কাপড়ে মুড়ে। রবীন্দ্রনাথ খাতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাদে, প্রথম পাতাখানি ছেড়ে[৫], পর পর লিখেছেন ৮৬ খানি পাতার প্রথম পিঠে আর টানা লেখায় সংযোজনের উদ্দেশে ব্যবহার করেছেন – ৩, ৪০, ৪১ ও ৬২ পাতার উল্টা পিঠ বা শেষ পিঠ। রবীন্দ্রবীক্ষায় পাঠ সংকলন-কালে এই পৃষ্ঠাগুলির নির্দেশ *৩, *৪০ আদি চিহ্নিত অঙ্কে। কোন্ সংযোজনের স্থান কোথায় রবীন্দ্রনাথ সংকেতে জানিয়েছেন; এর অন্যথা হয়েছে কেবল *৪০-ধৃত গানটি নিয়ে। এ ক্ষেত্রে অব্যবহিত পরের, অর্থাৎ ১৩৪২ সনের, অরূপরতন মিলিয়ে আর ভাবসংগতি লক্ষ্য ক'রে গানটি সাজাতে হয়েছে ব্র্যাকেটের বেষ্টনীর মধ্যে।

---

৫ রবীন্দ্রনাথ বামোর্ধ্ব কোণে লিখেছেন: ১১ পৃষ্ঠা—
অর্থাৎ খাতায় প্রথম থেকে যা লেখা হয় তা নিয়ে নয়, একাদশ পৃষ্ঠায় এই নাটকের যথার্থ সূচনা। একাদিক্রমে পত্রাঙ্ক বসিয়ে গিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিছু ওলোট-পালটের জন্য প্রয়োজনীয় সংকেতও দিয়েছেন; কেবল এক স্থলে তার ব্যতিক্রম।

এই পাণ্ডুলিপিতে সেলাই এবং ভাঁজ খোলা হলে পাতার মাপ হয় ২২·৮×৩০ সেণ্টিমিটার। ভাঁজ-করা পাতায় কবি সাধারণতঃ ব্যবহার করেন ২১×১১·৫ সে.মি. -পরিমিত ক্ষেত্র; স্বচ্ছন্দ অক্ষরপংক্তির বিন্যাস সচরাচর ২২টি ; কালো কালী।

এই পাণ্ডুলিপির কবি-কর্তৃক-১১-অঙ্কিত পৃষ্ঠার লিপিচিত্র এই সঙ্গে ছাপা হল। সেটি দেখলেই কবির লেখার ও বিষয়-সন্নিবেশের অনেক কথা সহজেই পরিস্ফুট হয়।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি : অরূপরতন
অপ্রকাশিত ও খণ্ডিত মুদ্রণ-প্রতি

ক। খ। গ তিনটি গুচ্ছে যথাক্রমে ১১, ২ ও ৮ পাতা— ২৫টি রুল-টানা এবং আয়তনে ২৬×২০·৪ সে.মি.। এগুলি পত্রস্তবক (letter pad) -বিচ্ছিন্ন আলগা পাতা মনে হয়; দামি বিলাতি কাগজ। চওড়ার দিকে কাগজ দু-ভাঁজ করে ডাহিনের ক্ষেত্রটিতে কালচে কালীতে লেখা হয়েছে কাগজের এক পিঠে আর অধিকাংশ পৃষ্ঠায় রুলের বশবর্তী হয়ে। পৃষ্ঠাঙ্ক এবং ক। খ। গ গুচ্ছ নির্দেশ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অনেক পাতা ভ্রষ্ট বা নষ্ট হওয়ায় কিছু রহস্যময়তারও উদ্ভব হয়েছে, যথা—

সংরক্ষিত প্রথম পাতা 'ক ১' যেমন আছে তেমনি অপর একটি অঙ্ক রয়েছে : ৫ /[৬]

সংরক্ষিত দ্বাদশ পৃষ্ঠায় 'খ ১' না লিখে 'খ ৭' লেখা রয়েছে।[৬]

সংরক্ষিত যে চতুর্দশ পৃষ্ঠায় 'গ'-অঙ্কিত এবং কান্তিকরাজমহিষী ও রোহিণীকে নিয়ে দৃশ্যসূচনা তারই বামোর্ধ্বে রবীন্দ্রনাথ পেন্সিলে লেখেন : ৪০

পৃষ্ঠা / এরই আগে ১১+২ বা ১৩ পাতার বদলে ৩৯খানি পাতা ছিল এই মুদ্রণ-প্রতির, এ অনুমান করা যায় কি? অথবা এই গুচ্ছে এখন কেবল আট পাতা থাকলেও পূর্বে ৪০ পাতা বা লিখিত পৃষ্ঠা ছিল বুঝতে হবে? তা ছাড়া এ পৃষ্ঠায় গুচ্ছনির্দেশে বর্জন-চিহ্নিত 'খ' অক্ষরটি যেমন আছে বামোর্ধ্বে, দক্ষিণোর্ধ্বে আছে অবর্জিত '১'।

সব মিলিয়ে এমন অনুমান কি করা চলে না যে, কোনো সময়ে সংরক্ষিত 'গ' গুচ্ছের পাতাগুলি নিয়েই প্রথমে শুরু হয়েছিল প্রথম দৃশ্য (তাই '১'), 'ক' গুচ্ছের পাতাগুলিতে পঞ্চম দৃশ্য (তাই '৫'), আর 'খ' গুচ্ছে সপ্তম দৃশ্য (তাই '৭')? অর্থাৎ, পূর্বোক্ত ঐ অঙ্ক ক'টি কোনো ক্ষেত্রেই মূলতঃ পত্র বা পৃষ্ঠা নির্দেশ করে নি, নির্দেশ করেছে দৃশ্য। তার পর অবশ্য বার বার নাটকের দৃশ্যসংস্থানে বহু অদল-বদল হয়ে থাকবে, বর্তমান 'গ' গুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ '৪০ পৃষ্ঠা' লেখায় এবং একবার 'খ' লিখে সেটি কেটে দেওয়ায় তারই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই 'গ' গুচ্ছে প্রথম অবস্থায় প্রথম দৃশ্যই ছিল এমন হলে, জাপানি খাতায় নাটকের প্রথম সূচনার সঙ্গে যে মেলে (তুলনীয় রবীন্দ্রবীক্ষা, পৃ. ৫৪-৫৮। ছ. ২৪২-৩৩০ ও পৃ. ৯৪-৯৬।ছ. ১৮১-২৩৩)

৬ এই ৫ ও ৭ অঙ্ক যথাস্থানে বসানো হয়েছে রবীন্দ্রবীক্ষার পাঠসংকলনে, [ ] এরূপ বন্ধনী-মধ্যে।

তাতে কোনো সন্দেহ নেই— সেখানেও দেখি একাদিক্রমে প্রায় সাড়ে দশ পাতা লেখার পর কবির মনে হয়েছে, 'না এটি প্রথম দৃশ্য না হওয়াই ভালো।' তখন 'প্রথম দৃশ্য' নির্দেশ ক'রে ঐ একাদশ পৃষ্ঠায় নতুন ভাবে লেখা শুরু করেছেন।

রবীন্দ্রবীক্ষার আগামী কোনো সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে পুনরায় এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের অবকাশ রইল।

—